প্রকাশনায় ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২১ ❖ ২১ - ২৭ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ভালবাসা ও সেবাকাজে বাংলাদেশ মণ্ডলীর সাড়া

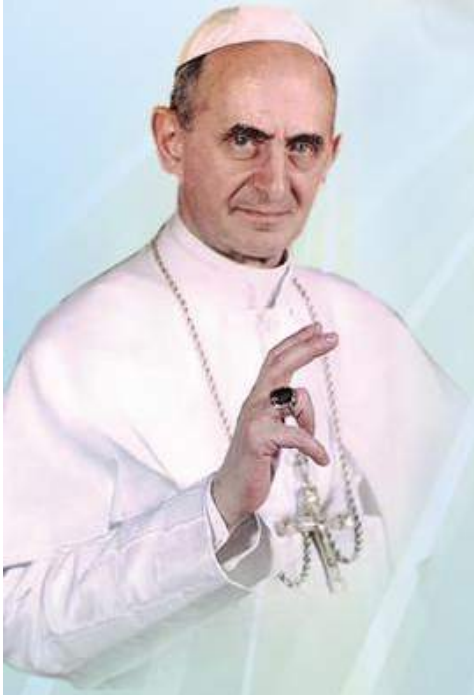

কোভিড ১৯ ও ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে কারিতাস বাংলাদেশ

সিস্টার মেরীয়ান তেরেজা সিএসসি
জন্ম : ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৫ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

দিন যায়, বরষ ফুরায় - ফুরাবে না হাহাকার

সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। তাই তো নয়টি বছর পলকে মিলিয়ে গেল কালের স্রোত ধারায়। তোমাকে হারানোর এই যে হাহাকার তা কোন দিন ফুরাবে না দিদি। তোমার অনুপস্থিতিতে কত সুখ কত বেদনার মুখোমুখি হয়েছি। এতগুলি বছরে যার অনেক কিছুই তোমার সঙ্গে সহভাগিতা করতে পারতাম। তুমি তো সবই দেখছো। আমার সকল কাজে শক্তি দিও। আমাকে ও আমার পরিবারের সবাইকে আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের আশীর্বাদ নিয়ে আগামী দিনগুলি সুন্দরভাবে কাটাতে পারি। তোমার ও মায়ের চিরশান্তি কামনা করি।

তোমারই স্নেহের

ভাই : ড. লরেন্স গমেজ
ভাই বৌ : সুজান গমেজ
বড় ভাতিজা : ড: এন্ড্রু গমেজ
ভাতিজা বৌ : এলিয়ান্না গমেজ
বড় ভাতিজি : এমিলি গমেজ
মেঝ ভাতিজি ও জামাই : সারা ও ব্র্যান্ডন
ছোট ভাতিজি ও জামাই : অঞ্জলী ও এরিক
ছোট ভাতিজা : জ্যাক গমেজ
নাতী-নাতনী : জেমস, ক্যারোলাইন, এলেনা, আরিয়া
পাদ্রিকান্দা, প্রামাণিক বাড়ি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরের সংকটকালে আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫ (সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)
wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২১
২১ - ২৭ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
৭ - ১৩ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সেবার কাজে সবার অংশগ্রহণ

করোনাভাইরাস মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব। সর্বত্রই করোনা সতর্কতা। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে করোনাভাইরাস ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম ইতোমধ্যেই স্থবির হয়ে পড়েছে। করোনার কারণে কাজ হারিয়ে বেকার অনেক পেশাজীবী। যতদিন না স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরছে ততদিন সকলকেই কোন না কোনভাবে নেতিবাচকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। তবে এখনই সীমাহীন দুর্ভোগে জীবন অতিবাহিত করছে দরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষগুলো। দীর্ঘদিন ঘরে বসে থেকে সঞ্চিত সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়াতে অনেকেই কাজের সন্ধানে পথে নেমে নিজের, পরিবারের ও জনজীবনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াচ্ছেন। এমনিতর অবস্থায় এই অভাবী জনগোষ্ঠীর পাশে সেবা ও সাহায্যের ডালি নিয়ে অনেককেই এগিয়ে আসতে হবে।

দেশের ও দশের প্রয়োজনে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী সবসময়ই বিশেষ দরদ নিয়ে সেবা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। করোনাভাইরাসের কারণে গোটা দেশের মানুষ যখন প্রতিটি মুহূর্ত চরম আংতকের মধ্যে অতিবাহিত করছে; আর বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের মানুষ - প্রতিদিনের রোজগারে যাদের সংসার চলে, অন্যের দয়ায় ও সাহায্যে যারা বেঁচে আছে, তাদের কথা বিবেচনায় নিয়ে দেশের এই মহাদুর্যোগে, মানুষের এই দুঃসময়ে দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর এক মানবিক দাবী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী অনুভব করতে থাকে। তাই দেশের মানুষের এই চরম সংকটময় মুহূর্তে প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও সেবার ব্রত নিয়ে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী মানবিক সহায়তা কার্যক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। ইতোমধ্যে খ্রিস্টান আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যুব সংগঠনগুলো ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশ নিচ্ছে। তবে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়, অনেকেই ব্যক্তি ও পারিবারিক উদ্যোগেও ত্রাণসেবাতে অংশ নিচ্ছেন। প্রবাসী খ্রিস্টান ভাইবোনেরাও দেশের এই দুঃসময়ে আর্থিক সহায়তা দিয়ে ত্রাণসেবাতে অংশ নিচ্ছেন। তবে যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে ত্রাণসেবা কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কারিতাস বাংলাদেশ, যার ধারাবাহিকতা এবারও রয়েছে।

করোনাভাইরাস বা কোভিড ১৯ বৈশ্বিক এক মহাসংকট সৃষ্টি করার সাথে সাথে আমাদের মানবতাবোধে প্রবিষ্ট হবার একটি সুযোগ এনেছে। পারস্পরিক দোষারোপ না করে করোনাভাইরাস ও এর সৃষ্ট কঠিন বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজি এবং পথ খোঁজার সময়টাতে একজন আরেকজনের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দেই। যারা সেবা ও ত্রাণকাজে জড়িত তাদের প্রশংসা করি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখতে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। শুধু দায়িত্বের কারণে তা করছেন তা নয়, মানুষের জন্য ভালবাসা আছে বলেই এই অসাধ্য সাধন করছেন। ডাক্তার, নার্স, পুলিশ-প্রশাসন, মিডিয়া কর্মীরা যেমনি করোনা যোদ্ধা তেমনি মানুষকে খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তা দানে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও বীর যোদ্ধা। তবে একাজে সকলকেই সচেতন হতে হবে। ত্রাণকার্য করতে গিয়ে যেন মানবিক মর্যাদা নষ্ট না করি। মানবিক কাজ করতে গিয়ে যেন মানবাধিকার ভঙ্গ না করি। যারা ত্রাণ নিচ্ছেন তারা পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে নিচ্ছেন। ত্রাণগ্রহীতাদের যথার্থ মর্যাদা দান নিশ্চিত করেই ত্রাণসেবা কার্যক্রম করা উচিত। ফটোসেশন বা নাম জাহিরের জন্য নয়, মানববেসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ত্রাণকাজে অংশ নিবো। অনেক অসাধু ব্যক্তি কোভিড ও লকডাউন অবস্থাকে পুজি করে ব্যবসা করছে। ধিক তাদের, যারা ত্রাণের দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে দুর্নীতি করে ও মানুষের দুঃসময়ে মুনাফা লুটে।

আমি হয়তো কোন কারণে ত্রাণসেবাতে অংশ নিতে না পারি কিন্তু মান তো দিতে পারি। যারা দিচ্ছে এবং নিচ্ছে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখতে পারি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেকদিন আগেই নিম্ন মধ্যবিত্তের কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করে বলেছিলেন, রাষ্ট্রের কাছ থেকে ত্রাণসামগ্রী নেওয়া কোন করুণা গ্রহণ নয়। কেননা রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকের যত্ন নেওয়া এবং ত্রাণ পাওয়া নাগরিকের অধিকার। লোক লজ্জার ভয়ে কেউ যেন তা গ্রহণে দ্বিধান্বিত না হয়। এই উদার আহ্বান ও মানসিকতার প্রশংসা করার সাথে একাত্ম হয়ে আহ্বান রাখি সম্ভবপর সকলে ত্রাণকাজে যেন অংশগ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ত্রাণ নিতে দ্বিধা না করে। জীবন বাঁচিয়ে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিস্থিতির কারণে কেউ যদি ত্রাণসেবা গ্রহণ করে অন্যেরা যেন বাঁকা চোখে না দেখে। সন্দেহ নেই যে, করোনা মোকাবেলার বিপুল কর্মযজ্ঞ সরকারের একার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। চিকিৎসাসেবা, ত্রাণ কার্যক্রম, সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়ে বেসরকারি বিভিন্ন পক্ষের সাধ্য মতো এগিয়ে আসার বিকল্প নেই। ✝

মঙ্গলবাণী

'আমি অন্ধকারে তোমাদের যা বলি, তা তোমরা আলোতে বল, আর কানে কানে যা শোন, তা ছাদের উপরে প্রচার কর'।
- (মথি ১০:২৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

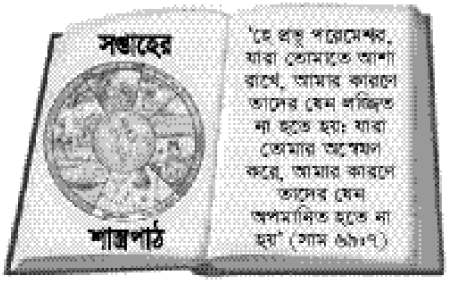

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১ - ২৭ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২১ জুন, রবিবার
জেরেমিয়া ২০: ১০-১৩, সাম ৬৯: ৭-৯, ১৩, ১৬, ৩২-৩৪, রোমীয় ৫: ১২-১৫, মথি ১০: ২৬-৩৩
২২ জুন, সোমবার
নোলার সাধু পৌলিনুস, বিশপ, স্মরণ দিবস
সাধু জন ফিশার, বিশপ ও সাধু টমাস মোর
সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস, ২ রাজাবলী ১৭: ৫-৮, ১৩-১৫, ১৮, সাম ৬০: ১-৩, ১০-১১, মথি ৭: ১-৫
২৩ জুন, মঙ্গলবার
২ রাজাবলী ১৯: ৯-১১, ১৪-২১, ৩১-৩৬, সাম ৪৮: ১-৩, ৯-১০, মথি ৭: ৬, ১২-১৪
দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব, মহাপর্ব
সান্ধ্য-খ্রিস্টযাগ, মহিমাস্তোত্র, বিশ্বাসমন্ত্র, পর্ব দিনের ধন্যবাদিকা স্তুতি
জেরেমিয়া ১: ৪-১০, সাম ৭০ ১-৬, ১৫, ১৭, ১ পিতর ১: ৮-১২, লুক ১: ৫-১৭
২৪ জুন, বুধবার
দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব, মহাপর্ব
পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ, মহিমাস্তোত্র, বিশ্বাসমন্ত্র, পর্ব দিনের ধন্যবাদিকা স্তুতি
ইসাইয়া ৪৯: ১-৬, সাম ১৩৮:১-৩, ১৩-১৫, শিষ্যচরিত ১৩: ২২-২৬, লুক ১: ৫৭-৬৬, ৮০
+ ২০০৭ সিস্টার মেরী গ্রেস এসএমআরএ (ঢাকা)
২৫ জুন, বৃহস্পতিবার
২ রাজাবলী ২৪: ৮-১৭, সাম ৭৯: ১-৫, ৮-৯, মথি ৭: ২১-২৯
২৬ জুন, শুক্রবার
রাজাবলী ২৫: ১-১২, সাম ১৩৭: ১-৬, মথি ৮: ১-৪
+ ১৯৭৬ ফাদার যোসেফ পেরুমাত্তাম (ঢাকা)
আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
বিলাপ ২: ২, ১০-১৪, ১৮-১৯, সাম ৭৪: ১-৭, ২০-২১, মথি ৮: ৫-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২১ জুন, রবিবার
+ ১৯৬৭ ফাদার খ্রিষ্টফার ব্রুকস্ সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯ ৬৮ ফাদার ক্ল্যারেন্স লী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সিস্টার মেরী ক্লেয়ার এসএমআরএ (ঢাকা)
২৩ জুন, মঙ্গলবার
+ ২০০৭ সিস্টার মেরী গ্রেস এসএমআরএ (ঢাকা)
২৫ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৪ সিস্টার পেলাজিয়ে আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৪ ফাদার মিশেল বিয়াংকি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সিস্টার রেনাটা অস্টেইনো ওএসএল (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার ভিসেঞ্জা হালদার এসসি (খুলনা)
+ ২০১১ সিস্টার মেরীয়ান তেরেজা সিএসসি (ঢাকা)
২৬ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৭৬ ফাদার যোসেফ পেরুমাত্তাম (ঢাকা)
+ ১৯১১ ফাদার রেনে ডেসমওডট্ সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৬ সিস্টার মারী এমি আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯০ ফাদার জোভান্নি বার্বে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার ভির্জিনিয়া রোজারিও সিআই সি (দিনাজপুর)

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কি ভাবে হয়?

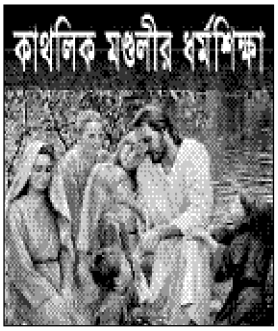

১১৭৫ : প্রাহরিক প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তা যেন ঈশ্বরের সমগ্র জনগণের প্রার্থনা হয়ে উঠে। এই প্রার্থনায় খ্রিস্ট নিজেই তার মণ্ডলীর মাধ্যমে তার যাজকীয় কার্য অব্যাহত রাখেন। তার ভক্তগণ মণ্ডলীতে তাদের নিজ-নিজ স্থান এবং তাদের জীবন অবস্থা অনুযায়ী এই প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। যাজকবৃন্দ, যারা পালকীয় সেবাকাজে নিয়েজিত, কারণ প্রার্থনা ও বাণীর সেবাকজে অনুরক্ত থাকার জন্য তারা আহূত, সন্ন্যাসব্রতীগণ, যারা তাদের আত্মিক শক্তিগুণে উৎসর্গীকৃত জীবনে নিবেদিত, সকল বিশ্বাসী ভক্তসাধারণ, যতখানি তাদের পক্ষে সম্ভব, ভক্তদের পালক যারা, তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রবিবার ও মহা পার্বণ দিনে প্রাহরিক প্রার্থনার প্রধান প্রহরগুলো বিশেষত সান্ধ্য প্রহরটি গির্জাঘরে সমবেত প্রার্থনায় উদ্‌যাপন করা হয়। যাজকদের সঙ্গে কিংবা নিজেরা সমবেতভাবে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে প্রাহরিক প্রার্থনা করার জন্য খ্রিস্টভক্তদেরও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১১৭৬ : প্রাহরিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানের দাবি শুধুমাত্র প্রার্থনারত হৃদয়ের সঙ্গে কণ্ঠের সুন্দর ঐকতানই নয়, বরং অধিকতর গভীরভাবে আনুষ্ঠানিক উপাসনা ও বাইবেল, বিশেষভাবে সমসঙ্গীত এর মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করা।

১১৭৭ : প্রাহরিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানের গীতিকা ও স্তবকীর্তনসমূহ, সামসঙ্গীত প্রার্থনাকে, খ্রিস্টমণ্ডলীর সাম্প্রতিক কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, দিবসের প্রহর, উপাসনা-কাল অথবা অনুষ্ঠিতব্য পর্বটির প্রতীক অর্থ ব্যক্ত করে। উপরন্তু, প্রতিটি প্রহরে ঐশবাণী পাঠ (পরবর্তী বাণীগীতিসহ) এবং কোন কোন প্রহরে পিতৃগণেরও আধ্যাত্মিক সাধকদের রচনা থেকে পাঠ, উদ্‌যাপিত রহস্যটির তাৎপর্য আরও গভীরভাবে প্রকাশ করে, সামসঙ্গীতগুলো বুঝতে সাহায্য করে, এবং নীরব প্রার্থনার জন্য সবাইকে প্রস্তুত করে। প্রার্থনামূলক শাস্ত্রপাঠ এইভাবে উপাসনা অনুষ্ঠানের ভিত্তি হয়ে উঠে।

১১৭৮ : প্রাহরিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে, যা খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তিস্বরূপ, ঐশজনগণের বিভিন্ন ভক্তি-অর্চনা, বিশেষভাবে পবিত্র সংস্কারে আরাধনা এবং উপাসনা বাতিল না করে বরং পরিপূরকরূপে এগুলো পালন করে আহ্বান করে।

॥ঘ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কোথায় করা হয়?

১১৭৯ : আত্মা ও সত্যের শরণে নবসসন্ধির উপাসনা একান্তভাবে কোন একটি স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র পৃথিবীই পবিত্র এবং মানব-সন্তানদের হাতে ন্যস্ত। সর্বোপরি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিশ্বাসীবর্গ, যখন এই স্থানে সমবেত হয় তখন তারা জীবন্ত প্রস্তরেরই মত এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত করার জন্য সংগৃহীত। কারণ পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দেহ হচ্ছে আত্মিক মন্দির যার মধ্য থেকে প্রবাহতি হয় জীবন জলের ফোয়ারা : পবিত্র আত্মা কর্তৃক খ্রিস্টে অঙ্গীভূত হয়ে আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির।

১১৮০ : ধর্মীয় স্বাধীনতা যখন ব্যাহত না হয় খ্রিস্টভক্তগণ ধর্মোপসানার জন্য গৃহ নির্মান করে থাকে। এই দৃশ্য মন্দিরগুলো শুধুমাত্র সমাবেশের স্থান নয়, বরং এগুলো হচ্ছে অত্র স্থানে বসবাসকারী খ্রিস্টমণ্ডলী, খ্রিস্টে পুনর্মিলিত ও একতাবদ্ধ জনগণের মধ্যে ঈশ্বরের নিবাস।

১১৮১ : গির্জা, প্রার্থনার গৃহ, সেখানে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় ও খ্রিস্টপ্রসাদ রক্ষিত হয়, সেখানে খ্রিস্টভক্তেরা সমবেত হয় এবং ঈশ্বরপুত্রও আমাদের ত্রাণকর্তার উপস্থিতিকে পূজার্চনা করা হয়, এবং খ্রিস্টভক্তদের সাহায্য ও সান্ত্বনার জন্যে যজ্ঞবেদীতে তাকে উৎসর্গ করা হয় এই গৃহ হওয়া উচিত সুরুচিসম্পন্ন, এবং প্রার্থনা ও পবিত্র অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান। এই ঈশ্বর গৃহ যা সত্য ও চিহ্নসমূহের ঐক্য দ্বারা নির্মিত, সেই গৃহ যেন খ্রিস্টের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা প্রকাশ করে॥

কারিতাস প্রেসিডেন্টের বাণী

এ বছরের শুরুটা ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখের এবং কষ্টের এই কারণে যে, আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বকে কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর মহামারীর মুখোমুখি হতে হয়েছে; যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং বিশ্বে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত প্রাণহানির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর কারণে নানাবিধ সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে। এই ক্ষুদ্র করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্ব আজ স্তব্ধ, অচল, প্রাণহীন এবং এখনও পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র ভাইরাসকে মোকাবেলার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও বিজ্ঞানিগণ যুথোপযোগী টিকা বা ঔষধ আবিষ্কার করতে পারেননি; অদ্যাবধি দিতে পারেনি সঠিক দিক নির্দেশনা যার মাধ্যমে থামানো যাবে এ মহামারি। যদিও বিভিন্ন দেশ, সংস্থা, ব্যক্তি উদ্যোগে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, করছে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ব্যয় করছে প্রচুর অর্থ তথাপি প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিলে যোগ হচ্ছে অসংথ্য মানুষ। আজ মানব জাতি এই অদৃশ্য ভাইরাস শত্রুর কাছে অত্যন্ত অসহায়; প্রার্থনা করছে সৃষ্টিকর্তার কৃপাশীষ লাভের জন্য।

বিশ্ব মহামারী কোভিড-১৯ এর চলমান সময়ে আমাদের দেশে গত ২১ মে ২০২০ আম্ফান নামক ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হেনে গেছে। ইতোমধ্যে এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আমাদের দেশ, বিশেষভাবে দক্ষিণাঞ্চলে অনেক জীবনমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুর্যোগকালীন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে। একই সময়ে একটি দুর্যোগ (কোভিড ১৯) ছিল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা আর অন্যটি ছিল (আম্ফান) আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করে জীবন বাঁচানো যেখানে হয়তোবা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সুযোগ ছিল না। তথাপি কারিতাস বাংলাদেশ তা করেছে বিচক্ষণতার সাথে।

এই দু'টি দুর্যোগে কারিতাস বিভিন্নভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ভাইবোনদের জন্য কারিতাস বাংলাদেশ ২২,৭০০ পরিবারের মাঝে ৫৯,৩৪২,৫২৫ টাকা নগদ অর্থ মানবিক সহায়তা বাবদ প্রদান করেছে, ৮,০৯৫ পবিরারে মাঝে খাদ্য সহায়তা এবং ৭,৮৮৪ জনকে রান্না করা খাবার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৯১৬,৭২০ জন মানুষের মাঝে বিভিন্নভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে (লিফলেট বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, ফেস্টুন বিতরণ, মোবাইলে কথোপকথন ও এসএমএস প্রেরণ, ইত্যাদি)। তাছাড়াও মাস্ক, গ্লাভস্, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, পিপিই, সাবান ইত্যাদি কর্মী/কর্মকর্তা এবং সাধারণ জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে; স্থাপন করেছে হাত ধোয়ার স্টেশন।

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ৬৫,১৩৮ জনকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে ৯৯ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে/সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় প্রদান এবং ১১,২৬৭ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা, ঘূর্ণিঝড়ে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ যারা বাড়ি ফিরতে পারেনি এরকম ২,৪১৭ জনের জন্য রান্না করা খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, ৩৮০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জরুরী সেবা (খাবার, ঘরবাড়ি নির্মাণ/মেরামত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ ইত্যাদি) হিসেবে ১৮,০০০ টাকা করে বিতরণসহ বিভিন্ন ধরনের মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা, জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ির বাইরে বের না হওয়া ইত্যাদির মধ্যদিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করছে। আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আগামীদিনে আমরা সকলে মিলে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধ এবং ক্ষতিকর প্রভাব থেকে উত্তরণ হতে পারব এবং ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ক্ষতিও পুষিয়ে নিতে পারব এই প্রত্যাশা করি।

আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই কারিতাস বাংলাদেশের সেই সমস্ত কর্মী ভাই-বোনদের যারা কোভিড ১৯ এর প্রভাবে এবং দেশে লক্‌ডাউনের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসহায়, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, দিনমজুর, আদিবাসী, শ্রমজীবী এবং বিশেষায়িত জনগোষ্ঠীর মাঝে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের স্বাস্থ্যসেবা ও ত্রাণদপ্তরের কর্মকর্তাদের, সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যাদের সহযোগিতা ও সহায়তা আমাদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক ছিল। এছাড়া আমাদের দেশের ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সংবাদকর্মী, আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্য, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা যারা এই কোভিড ১৯ এর সময় সম্মুখ সারিতে থেকে দেশের মানুষকে সেবা প্রদান করছেন তাদেরকে। সেই সাথে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যারা ইহলোক ত্যাগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের আত্মার চির শান্তি কামনা করি; সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি যেন তাদের প্রত্যেককে তিনি তাঁর স্বর্গরাজ্যে স্থান দেন।

পরিশেষে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন দাতা সংস্থা, ব্যক্তি, বন্ধুদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই মানবিক কাজে তাদের শর্তহীন সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য। কাথলিক চার্চের বিশপগণ, যাজকগণ, ও বিশ্বাসীগণ এই কাজে কারিতাস বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা তাদের কাছেও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আসুন আমরা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমন থেকে নিজেকে এবং অন্যকে সুরক্ষিত রাখি।

+ জের্ভাস রোজারিও
বিশপ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ
প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

কোভিড-১৯ মহামারী এখন একটি বড় বৈশ্বিক হুমকি। এই মহামারী ২০০টির বেশি দেশকে প্রভাবিত করেছে যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশ সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থা, লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন এবং সীমিত পরিসরে অফিসসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার মাধ্যমে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশে ২৬ মার্চ হতে কয়েক দফায় ৩০ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এসময় উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিম্ন আয়ের জনগণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারিতাস বাংলাদেশ এই ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়াতে নিজস্ব তহবিল যেমন ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল, কর্মীদের অর্ধদিনের বেতন হতে তহবিল সংগ্রহ করে জনগণের মাঝে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ শুরু করে। পরবর্তীতে দাতা সংস্থার অনুমোদন নিয়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাজেট হতে অর্থ সংকুলান করে খাদ্য সামগ্রী (রান্না করা খাবারসহ), নগদ অর্থ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ বিতরণের কাজ শুরু করে। চলমান প্রকল্প হতে আংশিক ও সরাসরি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে প্রায় ১৪ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে।

চলমান কোভিড-১৯ মহামারীর সময়েই গত ২০ মে দেশে আঘাত হানে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আম্ফান। খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের ২৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারিতাসের নিবেদিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ বরাবরের মত ঘূর্ণিঝড় আম্ফান-এর সময়েও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণকে রক্ষার জন্য এগিয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করা, জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করা, আশ্রয়কেন্দ্রে শুকনা খাবার ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা, কোভিড-১৯ এর লক্ষণ আছে এমন ব্যক্তিদের আলাদা রাখা, ঘূর্ণিঝড়ের পর উদ্ধার কাজে অংশ নেয়া, আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া যাদের ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের জন্য রান্না করা খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করাসহ নানামুখি সেবা নিয়ে কারিতাস তাদের পাশে থেকেছে। ইতোমধ্যে, কারিতাস প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়ন করছে।

কারিতাস বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, সিভিল সার্জন, কারিতাসের বিধায়কগণ, দাতা গোষ্ঠী, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী বিশেষত যারা সামনে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। আগামী দিনগুলোতেও যেন কারিতাস এর সহযোগিতা চলমান থাকে সেই জন্য সকলের নিকট প্রার্থনা চাই।

ধন্যবাদান্তে,

ফ্রান্সিস অতুল সরকার
নির্বাহী পরিচালক

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে কারিতাসের জরুরী সাড়াদান কার্যক্রম

২০২০ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং সংক্রামক ভাইরাস বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের ন্যায় ব্ল্যাক-আউট এবং লক-ডাউন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ সনাক্ত হয়। এরপর থেকে সারা বিশ্বে এই ভাইরাস অগ্নি স্ফুলিংঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। কোভিড-১৯ এক মহামারীর রূপ ধারণ করেছে এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে কোভিড-১৯ ২০০ টিরও বেশি দেশকে আক্রান্ত করেছে। কোভিড-১৯ আক্রান্ত দেশগুলির তালিকায় প্রথম ২০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশসহ অনেক দেশ সামাজিক দূরত্ব, লকডাউন এবং কোয়ারান্টাইন মেনে করোনভাইরাসের সংক্রমন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। মে মাসের ৩১ তারিখ হতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মেয়াদ শেষ হয়। বর্তমানে সীমিত পরিসরে সরকারি-বেসরকারি অফিসসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান খোলা রয়েছে।

বাংলাদেশ গত মার্চ থেকে মহামারীর এই সংকটময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কার হয়নি। এই রোগ থেকে এখন পর্যন্ত রক্ষার একমাত্র উপায় হলো ব্যক্তিগত সচেতনতা। নিজেকে এবং পরিবারের অন্যদের বাঁচাতে আমাদের অবশ্যই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত দায়িত্বশীল আচরণের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, ফেস মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস্ ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, সাবধানতার জন্য আইসোলেশন বা বিচ্ছিন্ন থাকা, ঘরে থাকা, সকল প্রকার সমাবেশ বন্ধ রাখা/এড়িয়ে চলা ইত্যাদি জরুরী বিষয়গুলি অবশ্যই চর্চা করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে দেশের জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে অনেক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো প্রতিটি দেশের দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার চরম অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। যদিও সরকার

তাৎক্ষণিকভাবে দরিদ্রদের জন্য জরুরি ত্রাণ হিসেবে খাদ্য বিতরণ শুরু করেছে, তবে তা সকল অভাবী মানুষের ক্ষুধা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারিতাস বাংলাদেশসহ অনেক সংস্থা শুরু থেকেই সরকারের পাশপাশি বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে দেশের অভাবী ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ২৬ মার্চ থেকে দেশে সামাজিক দূরত্ব কার্যকরকরণ এবং লকডাউনের কারণে উপার্জনের পথ বন্ধ হওয়ায় দেশের লক্ষ লক্ষ নিম্ন আয়ের লোকজন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই মানুষদের ভোগান্তি উপলব্ধি করে কারিতাস বাংলাদেশ তাৎক্ষণিকভাবে এর নিজস্ব উৎস যেমন; ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল, জেনারেল ফান্ড, কর্মীদের অর্ধ দিনের বেতন থেকে তহবিল তৈরির কাজ শুরু করে। পরে বিভিন্ন দাতাগণ কারিতাসকে চলমান প্রকল্পগুলির তহবিলের কিছু অংশ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। কারিতাস বাংলাদেশ এই সংকটকালীন সময়ে প্রন্তিক জনগণের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ৯২,৩৬২,৫৪৭ (৯২.৩ মিলিয়ন) টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করে। এই সময়ের মধ্যে কারিতাস বাংলাদেশ খাদ্য সামগ্রী (রান্না করা খাবার সহ), নিঃশর্ত নগদ অর্থ, স্বাস্থ্যপণ্য, এবং সচেতনতার জন্য লিফলেট বিতরণ করেছে।

কারিতাসের কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলী

প্রাথমিক পর্যায়ে কারিতাস বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক অফিস ও ট্রাস্ট অফিসগুলিতে ভিজিল্যান্স কমিটি গঠন করে। দরিদ্র ও প্রান্তিক, অসুস্থ, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী যারা বিশেষত এই মুহূর্তে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ কারিতাস বাংলাদেশ তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

কারিতাস বাংলাদেশ আটটি আঞ্চলিক অফিস, ট্রাস্ট এবং প্রকল্প অফিসগুলির মাধ্যমে তিন ধরণের সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে-

সচেতনতা বৃদ্ধিঃ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোই মুখ্য - এ বিষয়টি অনুধাবন করে কারিতাস কমিউনিটি সভা পরিচালনা (সাধারণ ছুটি ঘোষণার পূর্বে), লিফলেট ও হ্যান্ডবিল বিতরণ, ফেস্টুন/ব্যানার, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করে।

জীবনরক্ষাকারি সহায়তাঃ কারিতাস বাংলাদেশ নগদ অর্থ, খাদ্য এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা পণ্য তিন ধরণের জীবনরক্ষাকারি সহায়তা প্রদান করে।

প্রস্তুতিমূলক সহায়তাঃ কারিতাস বাংলাদেশ বিভিন্ন স্থানে হাত ধোয়ার জন্য বেশ কয়েকটি ভালোমানের স্টেশন স্থাপন করেছে, অফিসের কক্ষ এবং ক্যাম্পাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখেছে, অফিস বন্ধ রেখে কর্মীদের চলাচল কমানো, অগ্রভাগের কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে করোনা প্রতিরোধ নিশ্চিত করেছে। নীচের টেবিলে বিস্তারিত বর্ণনা করা হল:

কার্যক্রম	বরিশাল	চট্টগ্রাম	ঢাকা	দিনাজপুর	খুলনা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	সিলেট	মোট
স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ	৯০	৮০০	৭১৬	২৫০৯	৪৩০	২,২০০	১৬০	৬,৯০৫	৯০
লিফলেট বিতরণ	৩০,০০০	১৯,১১১	১০,০০০	১৮,৫৮৪	১১,০৫৯	২৫,০০০	৭০,০২৬	২,৫০০	১৮৬,২৮০
বিল বোর্ড/ ফেস্টুন/ পোস্টার	১৬০	৬৮	০	৪৫	৫১০	১২৫	২৫০	১০	১,১৬৮
হ্যান্ড গ্লাভস্	০	১৪৫	৬৭১	৪৯	৮৮৮	০	১২০	১৭০	২,০৪৩
ফেস মাস্ক	৫৬০	১০১৬	১,১৭৩	৪০৬	৫৪৯৭	৪৩০	৩,৮৫২	১,২০৬	১৪,১৪০
হ্যান্ড স্যানিটাইজার	০	২০৮	৫০	১৮৬	৪৫৩৩	৪৩০	১২৯	১৭০	৫,৭০৬
সাবান	৫৭৫	৬৪	০	২,৬৫৭	৫৩০৬	১০	৫,৪৩২	১,৫৮০	১৫,৬০৯
PPE	৪০	৫৪	৮৯	৪২	৭৫	০	২১	১৫	৩০৬
হাত ধোয়ার স্টেশন স্থাপন	৩৩	৬২	৩৯	৫০	৭৪৪	০	৫০	১	৯৭৯
সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যকমে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ	২৩,৯৪৯	২১৩,৬১৮	৫২,৬৫৯	৩,৭০০	৭৬,২৪৮	৩১৬,৯৬৮	৫২,৮৪২	৩৬,৮৬৬	৭৭৬,৮৫০
মোবাইলের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি	১৭,৭১২	২৫,১৮৪	৪৪,৫৪১	০	২৩,৫৪৯	৮৫৩৬	৯,৪৭১	১১,৮৮৪	১৪০,৮৭৬
খাদ্য সামগ্রী গ্রহণকারী পরিবার	০	১,৩৬৯	১৭০	৯১৫	৪,৯২৮	৩৩	৩০০	৩৮০	৮,০৯৫
রান্না করা খাবার বিতরণ	০	২৩৩৫	০	০	৪৩৮৪	১১৬৫	০	০	৭,৮৮৪
নগদ অর্থ গ্রহণকারী পরিবার	১,১৬২	৬,৩৮৪	৩,১৪০	২,০৩৮	২,৬৪১	২,৯৪৩	৩,২৯৪	২, ৩৫৯	২৩,৯৬১
নগদ অর্থের পরিমাণ	**১,৮৫৯,২০০**	**৩০,৫২২,৯০০**	**৬,০৭৪,৪৫৫**	**৩,৪৭৯,২৫০**	**৩,৩০২,৭৭০**	**৫,৫৬৭,২৫০**	**৫,১৪০,৪০০**	**৪,৯৩৪,৬০০**	**৬০,৮৮০,৮২৫**

উপরের ছকে বর্ণিত কার্যক্রমগুলো ছাড়াও কারিতাস বাংলাদেশের কর্মীগণ ইউএনও, ওয়ার্ড কাউন্সেলর, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে মানবিক সহায়তা বিতরণে অংশ নিচ্ছেন। কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল কুড়িগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ (গ্লাভস, এন ৯৫ মাস্ক, সার্জিক্যাল মাস্ক, গাউন এফএফপি-২, হ্যান্ড রাব, বাতাস নিরোধক ব্যাগ, সেইফটি বক্স, তরল সাবান, টিস্যু রোল, থার্মাল স্ক্যানার, ডিসপোজেবল টাং ডিপ্রেশনার, টর্চ) ইত্যাদি প্রদান করেছে। কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল জেলা দুর্যোগ তহবিলের নিকট ২০০টি খাবার প্যাকেট হস্তান্তর করেছে। দেশব্যাপী কারিতাস বাংলাদেশের কর্মীবৃন্দ ও ৩৮০ জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবককে এই কার্যক্রম সমন্বয় করে যাচ্ছেন।

ইমারজেন্সি রেসপন্স প্রোগ্রামের জরুরী সাড়াদান কার্যক্রম, কক্সবাজার

- UNHCR এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারও জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের ক্যাম্প-৪ (বর্ধিতাংশ), ব্লক আই-এ

কারিতাস কক্সবাজার কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত কমিউনিটি সেন্টারটিকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। সেন্টারটিতে মোট ২২টি পৃথক রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে একই সাথে ১১০ জনের কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা যাবে। এরই মধ্যে ১১৬ জন (পুরুষ-৭০ ও নারী-৪৬) রোহিঙ্গা এই সেন্টারটি থেকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন সুবিধা লাভ করেছে। তন্মধ্যে ৭১ জন কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন করে সেন্টার ত্যাগ করেছেন এবং ৪৫ জন বর্তমানে সেন্টারে চিকিৎসাধীন আছেন। পাশাপাশি কারিতাস কক্সবাজার ৮৭৫ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৭৫টি শেল্টার UNHCR কে হস্তান্তর করেছে জরুরি প্রয়োজনে কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

- ১০৩ জন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবককে কোভিড-১৯ প্রস্তুতি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- মোট ২২০টি কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক ফেস্টুন ৬ টি শিবিরে (শিবির-৪, ৪ এক্সট., ২০ এক্সট., ১৭, ১ডাব্লিউ, ১ই) এবং শিবির সংলগ্ন হোস্ট কমিউনিটিতে বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০,২৩৩ জন ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগত কোভিড-১৯ সচেতনতা এবং প্রতিরোধমূলক বার্তা পৌঁছানো হয় এবং ৪০৭ টি কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক অধিবেশনে মোট ৪০৭ জন উপস্থিত ছিলেন।
- স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১৬ টি গভীর নলকূপ, ১১৫ টি টয়লেটের বর্জ্যনিষ্কাশন, ৭৫৪ টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সামগ্রি বিতরণ এবং ২৯০

টি হাইজিন অধিবেশন আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ২৩২০ জন রোহিঙ্গা অংশগ্রহণ করেছে।

- মহামারীকালীন ৫২১টি পরিবারকে গৃহ তৈরীর সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২টি বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে হাসপাতাল সংযোগ সড়ক হিসেবে।
- মহামারী চলাকালীন সময়ে রোহিঙ্গা শিবির বসবাসকারী রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধান ও যত্নের জন্য ৬২৮টি কেস ফলো-আপ করা, ৮০৩টি দলকে পরামর্শ প্রদান, ১৩,০৯৭ জনকে সুরক্ষা বিষয়ক বার্তা প্রদান, ১২৫৫ জনকে মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান, ৬৩৪ জনকে রেফারেল সহায়তা প্রদান করা হয়েছে কারিতাস সুরক্ষা দলের মাধ্যমে।
- ২৯,৫৯৯ জন রোহিঙ্গাকে কোভিড-১৯ সচেতনতা এবং প্রতিরোধক বার্তা প্রদান করা হয়েছে ৬৪৩৪টি পরিবার পরিদর্শণের মাধ্যমে এবং ৪৩৪৮ জন ৫৮৫টি কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন।
- ১,৪২১ স্থানীয় বাঙালী পরিবারকে কোভিড-১৯ সচেতনতা এবং প্রতিরোধক বার্তা প্রদান করা হয়েছে।

কোর-দ্য জুট ওয়ার্কস, কারিতাস বাংলাদেশ এর একটি ট্রাস্ট-এর জরুরী সাড়াদান কার্যক্রম

- CJW তার কর্মী এবং কারিগরদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে সমস্ত বিষয়ের উপর গুরুত্বপ্রদান করে মহামারী আক্রমণ প্রতিরোধ করার পরামর্শ দিয়েছেন উক্ত বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করে।
- কর্মীদের একদিনের বেতন থেকে তহবিল গঠন করে মিরপুর বিহারী

শিবিরের ৪১ জন কারিগরকে খাবার প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

- কাজের উপর মজুরীভিত্তিক কর্মীদের প্রত্যেকে স্থায়ী কর্মীদের অনুদানে নগদ এক হাজার টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছেন।
- ১৫৮ জন অস্থায়ী শ্রমিককে বিকাশের মাধ্যমে প্রত্যেকে ২ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

কারিতাস বাংলাদেশ কী উপায়ে কোভিড-১৯ (সু-অভ্যাসগুলি) এ সাড়া দিচ্ছে

বিশ্বজুড়ে করোনভাইরাস সংক্রমনের বিস্তারকে ঠেকাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন বিধিনিষেধের আওতায়। দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি চলমান থাকাকালীন পরিস্থিতিতে কারিতাস বাংলাদেশ অভাবী ভাই-বোনদের সহায়তার জন্য কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়। কারিতাস বাংলাদেশ অফিস এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হলো;

হোম অফিস: বাংলাদেশে কভিড -১৯ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হওয়ার সাথে সাথে, কর্মরত অঞ্চলে চলমান প্রকল্প কার্যক্রম

অব্যাহত রাখতে এবং জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মীরা হোম অফিস করেছেন।

প্রযুক্তি ব্যবহার: করোনাভাইরাস মহামারী পরিস্থিতিতে কর্মীরা দূরত্বে থেকে কাজ করতে, একে অপরের সাথে এবং উপকারভোগীদের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রযুক্তি/ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার করেছে। কর্মকর্তাগণ মিটিং, কর্মপরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ, এবং যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন।

বার্তা প্রেরণ: কারিতাস কর্মীগণ ফোন কল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে করোনার ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিজেদের এবং জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক বার্তা প্রেরণ করেছেন।

স্বাস্থ্যবিধির অনুশীলন: লিফলেট, ফেস্টুন, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, করণীয়ও বর্জনীয় বিষয়ে প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনকে জোরদার করা হয়েছে। জনবহুল স্থান, অফিস ও মহল্লা পর্যায়ে হাত ধোয়ার স্থান তৈরী করা হয়েছে, পরিবার পর্যায়ে সেগুলো অনুসরণ করা হচ্ছে।

উপকারভোগী বাছাই: অসহায় মানুষদের সহায়তার জন্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, স্থানীয় নেতা, এবং প্রকল্পের অংশীদারগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উপকারভোগী বাছাই করতে সহায়তা করেন। কর্মী, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং গির্জার পুরোহিতগণও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে উপকারভোগী সুবিধাভোগী বাছাই কার্যক্রমে অবদান রাখেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার: জরুরী কার্যক্রম সম্পাদনকালে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়।

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণ: স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা বিশেষত মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো, মানবিক সহায়তা বিতরণ, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা: সঠিকভাবে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে নগদ অর্থ, খাদ্য সামগ্রী এবং স্বাস্থ্যপণ্য বিতরণ করা হয়।

কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার, জীবাণুনাশক স্প্রে, মাস্ক, গ্লাভস্, পিপিই ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মীদের দ্বারা সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। প্রতিবার বিতরণের আগে জনগণকে সচেতন করার জন্য সচেতনতা সেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

বিকাশ/রকেটের মাধ্যমে নগদ অর্থ স্থানান্তর (মোবাইল ভিত্তিক ইলেক্ট্রনিক উপায়ে অর্থ

স্থানান্তর): সর্বাধিক ক্ষেত্রে কারিতাস বাংলাদেশ মোবাইল মানি ট্রান্সফার সিস্টেম 'বিকাশ / রকেট' ব্যবহার করে নগদ অর্থ বিতরণ করে। বিকাশ / রকেট এর মাধ্যমে নগদ অর্থ স্থানান্তরের পর, কারিতাস কর্মীগণ তাৎক্ষণিকভাবে উপকারভোগীদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে নগদ অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হন।

কাযক্রম বাস্তবায়নে কারিতাসের চ্যালেঞ্জসমূহ:

কারিতাস বাংলাদেশ যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং সেগুলি মোকাবেলায় কী পদক্ষেপ নিয়েছে - তা নিম্নরূপ:

চ্যালেঞ্জসমূহ	*পদক্ষেপ*
সরাসরি উপকারভোগী বাছাই ও যাচাই করা	তথ্য ও উপাত্তের উপর ভিত্তি করে যাচাই করা হয় । এছাড়া উপকারভোগী বাছাই ও চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সামাজিক দলের নেতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য, উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পাল-পুরোহিতগণের সহায়তা নেয়া হয় ।
বিতরণের সময় ভিড় এড়ানো	ভিড় এড়িয়ে বিতরণ করার জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল, সমস্ত বাছাইকৃত উপকারভোগীকে একসাথে বিতরণ স্থানে আসতে দেওয়া হয়নি ।
সামাজিক দূরুত্ব বজায় রাখা	প্রতিটি উপকারকারীর মধ্যে কমপক্ষে তিন ফুট/এক মিটার দূরত্ব রেখে স্পষ্টভাবে চিহ্ন দেয়া হয় ।
ন্যূনতম সহায়তা দিয়ে অধিক জনগনের চাহিদা মেটানো	জনগণকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য/সহযোগিতা পেতে সহায়তা করা হয় ।
লক ডাউন এবং চিহ্নিত রেড জোন এলাকায়, প্রকল্প কর্মীদের পক্ষে বিতরণকালে করোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ছিল ।	প্রকল্পের কর্মীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই), মাস্ক, গ্লাভস্, স্যানিটাইজার ইত্যাদি ব্যবস্থা এবং ব্যবহার করা হয়েছে । কারিতাস বংলাদেশের প্রথম অগ্রাধিকার হ'ল কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা । তদুপরি, কর্মীদের বাসা থেকে অফিস ও অফিস থেকে বাসায় চলাচলের জন্য, স্থানীয় সরকার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য, ব্যাংকিংয়ের উদ্দেশ্যে এবং জরুরি সরঞ্জাম বহনের জন্য অফিসকর্তৃক গাড়ির ব্যবস্থা করা হয় ।
জরুরী সহায়তার পরিকল্পনা তৈরি করতে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করা, সচেতনতামূলক বার্তাগুলি প্রচার করা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী জরুরী সহায়তার কার্যক্রম পরিচালনার সময় লকডাউনের কারণে মাঝে মাঝে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি ।	কিছু ক্ষেত্রে, সরকারী অফিসারগণকে অবহিত রেখে এবং ফোনে তাদের সম্মতি গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।
লকডাউনের কারণে ব্যাংকের লেনদেনের সীমাবদ্ধতা	নগদ অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাংকারদের সাথে পূর্বে যোগাযোগ এবং ব্যাংক চালুর দিনগুলিতে বিতরণের পরিকল্পনা করা হয় ।
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাজার বিশ্লেষণ	স্থানীয় অনলাইন সংবাদপত্র, স্থানীয় কর্মী, পরিচিত ব্যক্তি এবং ডিলারের সহায়তা নেওয়া হয়েছে ।
প্রকৃত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা এবং সামাজিক দল, স্থানীয় নেতৃবর্গের সহযোগিতা নেওয়া হয় ।
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রনের জন্য মাঠের কর্মীগণ স্থানীয় সরকার, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এবং বিক্রেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে এবং নেটওয়ার্কিং করেছে ।

আঞ্চলিক অফিসগুলির জরুরী সেবার আওতাধীন অঞ্চল

অঞ্চল	বাজেট	পরিধি				
		পরিবার	উপজেলা/থানা/ওয়ার্ড	জেলা	পৌরসভা	সিটি কর্পোরেশন
বরিশাল	৪,০৯৩,৩৭৭	১,৯২৮	১৪	৭	৫	১
চট্রগ্রাম	৩৬,৬৫৪,৭১০	১০,৫৭১	১৯	৫	১	১
ঢাকা	১৩,৯৫২,৫৩৪	৬,৯৫৭	১৪	২	১	১
দিনাজপুর	৭,৬১০,২৬৩	৩,২৩৯	৬	৪	১	০
খুলনা	৬,৬৯৪,৬৮০	৩,০৯৯	১৩	৬	৩	১
ময়মনসিংহ	৭,৬৮২,৮৯৫	৩,৬১৮	১৭	৬	১	০
রাজশাহী	৬,১৮২,৮৮০	৩,৩৩৪	১৯	৭	৯	১
সিলেট	৬,০০৪,৫৫৫	২,৮৭০	১৮	৪	০	০
বারাকা	১,৫১৩,০০০	৫৮০				
কেন্দ্রীয় কার্যালয়	১,৯৭৩,৬৫৩					
মোট	৯২,৩৬২,৫৪৭	৩৬,১৯৬	১২০	৪১	২১	৫

কারিতাস বাংলাদেশ তার আঞ্চলিক অফিসগুলির মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করবে;

- ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে জরুরী খাদ্য / নগদ অর্থ এবং স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ।
- উপকারভোগীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে।
- কোভিড -১৯ এর এই মহামারীতে আরও বেশি মানুষকে সহায়তা করার জন্য তহবিল অনুসন্ধান করা।
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।
- মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়া পরিবারগুলিতে মনো-সামাজিক এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সহায়তা অব্যাহত রাখা।
- দরিদ্রতম মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য লকডাউন পিরিয়ডের পরে কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- কোভিড -১৯ মহামারীর সংকট সমাধানের জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা, জীবিকা, পুনর্বাসন সহায়তা হিসাবে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ ঘোষণা করেছে এবং সরকারের সাথে নেটওয়ার্কিং ও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের সাথে কারিতাস বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

উপকারভোগীদের মাঝে কারিতাসের সহায়তার প্রভাব

কারিতাসের দেয়া নগদ টাকা দিয়ে আমি আমার পরিবারের জন্য খাবার কিনতে পারবো - সুধা রাণী

সুধা রাণী তার চার সন্তান নিয়ে বসবাস করেন খুলনা শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের হেতালখালী গ্রামে। স্বামী

পরিত্যক্তা সুধা দিনমজুরী করে সংসার চালান। সুধা বলেন, "লকডাউনের জন্য আমি খুব সমস্যায় পড়েছি। এখন কাজ নাই, খাবার কেনার টাকাও শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কারিতাস থেকে ১,৫৫০ টাকা পেয়ে আজ আমার খুব উপকার হলো। এই টাকা দিয়ে আমি চাল, তেল, ডাল, আলু, সবজি, সাবান, আর ঔষধ কিনবো।"

কারিতাস লুকাসের মত অসহায় প্রবীণদের পাশে আছে

লুকাস হাসদা (৭৭) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অর্ন্তগত ২নং ওয়ার্ডের পশ্চিম তেলিপাড়া গ্রামের এক প্রবীণ অধিবাসী। তার স্ত্রী গত হয়েছেন ১৫ বছর আগে।

লুকাসের এক ছেলে আছে কিন্তু সে তার খোঁজ রাখে না। লুকাস বাড়ীতে একা থাকেন। কোন আয় না থাকায় অন্যদের সাহায্য নিয়ে খুব সামান্য খাবার খেয়ে তিনি দিনাতিপাত করেন। কিন্তু লকডাউনের কারণে সে সুযোগটুকু না থাকায় লুকাস অর্ধাহারে - অনাহারে কোনক্রমে দিন পার করছিলেন।

এপ্রিল মাসের ২৩ তারিখে কারিতাস এর এসডিডিবি প্রকল্পের আওতায় খাদ্য সামগ্রী কেনার জন্য প্রবীণদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করে। লুকাস হাসদাও ১,৬৫০ টাকা পেয়েছেন। লুকাস বলেন, "আমি কারিতাসকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই টাকা প্রদানের জন্য। আমি এ টাকা দিয়ে বেশ কিছুদিন খেয়ে বাঁচতে পারবো। আমার মত আরো যারা অসহায় অবস্থায় আছে, আশা করি কারিতাস তাদের সবাইকে সাহায্য করবে।"

অন্যরা কারিতাসের কাজকে যেভাবে মূল্যায়ন করে

"করোনভাইরাস উদ্বেগজনক হারে ছড়িয়ে পড়ছে। এটি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুব জরুরী। বর্তমানে আমার ওয়ার্ডে প্রায় ১০ থেকে ১১ হাজার মানুষ বসবাস করছেন, তাদের বেশিরভাগই নিম্ন-আয়ের মানুষ। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন কর্মহীন/বেকার। কারিতাসের স্মাইল প্রকল্পের মাধ্যমে এই কঠিন সময়ে আমার ওয়ার্ডের ১৪৯ টি পরিবারকে সাহায্য করার

জন্য আমি কারিতাসের অত্যন্ত প্রশংসা করি। অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা যদি কারিতাস বাংলাদেশের মতো অসহায় পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ায়, তবে তা দরিদ্রদের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে, পরিবারগুলি টিকে থাকতে পারবে। আমি আশা করি যে কারিতাস দরিদ্রদের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে এবং আমি সর্বদা কারিতাসের ইতিবাচক কাজের সাথে যুক্ত থাকতে চাই। প্রত্যেকেরই বাড়িতে থাকা উচিত এবং সরকারী নির্দেশনা অনুসরণ করা উচিত।"- ***গোলাম মোহাম্মদ যুবায়ের, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ২৯, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন***

"কখনও কখনও ঈশ্বর মানুষের মাধ্যমে অন্যান্য অসহায় মানুষের জন্য ভাল কাজ করেন যেমনটি আমরা দেখি মথি রচিত সুসমাচারে: "আপনার কাছে কি খাবার মত কিছু আছে?" কোভিড-১৯ মানবতাকে হতাশ এবং বিপন্ন করেছে; এমনকি তথাকথিত উন্নত বিশ্বের মানুষও প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা প্রত্যক্ষ করছেন। বাংলাদেশেও করোনার সংক্রমণ বেড়েই চলছে। এই অবস্থায়, মণ্ডলীর সামাজিক সেবা সংস্থা কারিতাস বিভিন্ন ধর্মপল্লীর অসহায়, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির প্রতি সহায়তার হাত প্রসারিত করেছে। বিশেষভাবে ভাটারা ঐশ্ব করুণার ধর্মপল্লীতে অসহায়, দরিদ্র, অভিবাসী, আদিবাসী ও ক্ষুধার্ত এবং যারা সাহায্য চাইতে লজ্জা পায় এমন পরিবারগুলিকে সাহায্য এবং সহায়তা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। এই সহায়তার মাধ্যমে পরিবারগুলো দিনের শেষে তাদের ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের জন্য সামান্য খাদ্য সরবরাহ করতে পারবে। স্বেচ্ছাসেবীগণ এবং ঐশ্ব করুণা ধর্মপল্লীর প্রার্থনা-কর্মীবৃন্দ, যারা তাদের জীবনের ঝুঁকি সম্পর্কে এবং করোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়েও, এই অসহায় পরিবারগুলোর অবস্থা জানতে এবং

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

অসহায়, অভাবী ও দরিদ্র মানুষের লাইন কমছে না বরং দিন দিন আরও দীর্ঘ হচ্ছে। অত্র ধর্মপল্লীর পবিত্র হৃদয় মানুষের দুর্দশার অবলোকন করে দুঃখ, বেদনা-জর্জরিত। তবে এই কী সব? ভবিষ্যতে তাদের কী হবে? অনিশ্চয়তা আছে! হাজারো পরিবার এখনও অরক্ষিত, সহায়তাহীন অবস্থায় আছে! তাদের কী হবে?"- ***রেভা. ফা. ব্রায়ান গমেজ, পাল-পুরোহিত, ঐশ্ব করুণা ধর্মপল্লী, ভাটারা, নতুন বাজার, ঢাকা।***

"বর্তমানে কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্ব জুড়ে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। আমরা মা মারীয়া ও আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নিকট করুণা যাচ্না করি। ইতোমধ্যে খুলনা ধর্মপ্রদেশ ও কারিতাস খুলনা অঞ্চল যৌথভাবে খুলনা বিভাগে জরুরী খাদ্য, নগদ অর্থ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা পণ্য বিতরণ করেছে। এই কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশ নিতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি বিশ্বাস করি যে, জরুরী খাদ্য ও নগদ অর্থ কোভিড-১৯ এর আতঙ্ক থেকে মুক্ত হবার জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে আরো সচেতনতা বাড়াতে কাজ করতে হবে। প্রভুর সুসমাচারের প্রতি আমাদের আরোও বেশি বিশ্বস্ত হওয়া দারকার। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে পুর্নমিলিত হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। এই মুহূর্তে কর্মহীন বা যাদের কোন আয় নেই, সেই অভাবী ভাই-বোনদেরকে মানবিক সহায়তা দেয়ার জন্য আমি কারিতাসকে ধন্যবাদ জানাই।"- ***রেভা. ফা. যাকোব এস. বিশ্বাস, ভিকার জেনারেল, খুলনা ধর্মপ্রদেশ এবং সদস্য, কারিতাস জেনারেল বডি ও আরপিইসি, কারিতাস খুলনা অঞ্চল।***

কর্মীদের অনুপ্রেরণার কথা

"প্রথমদিকে মার্চ মাসে লকডাউন শুরু হওয়ার পর মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকে নিজের কাছের মানুষদের কাছে চলে যেতে শুরু করেছিল। তখন আমার মধ্যে একটি মিশ্র অনুভুতি কাজ

করছিল। আমি আমার বাড়িতে যেতে খুব ভালবাসি কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিৎ। একদিকে, স্বাভাবিকভাবেই এইরকম সমস্যার সময় এবং ইস্টার, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের জন্য আমার বাড়ি যাওয়া উচিৎ এবং এ সময় তাদের সাথে থাকা দরকার। অন্যদিকে, যখন দেখছিলাম সকল অফিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকেই কর্মস্থল ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় উখিয়া এবং কক্সবাজার এলাকার আমার কিছু সহকর্মীবৃন্দ কর্মস্থলে থেকে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন এবং আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছিলেন আমি যেন বাড়িতে চলে গিয়ে নিজের এবং পরিবারের নিরীহ সদস্যদের ঝুঁকিতে না ফেলি।

আমি নিজেকে বলছিলাম, 'এই অভূতপূর্ব জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে আমরা কেউ যদি রোহিঙ্গা জনগণকে সহযোগিতা করতে না পারি তবে এর ফলশ্রুতিতে কি হতে পারে? সুতরাং আমি ফিরে এসেছিলাম তবে আমি কি করব বা করতে পারব তার কোন ধারণা আমার ছিল না। আমি বলতে পারবনা যে আমি আনন্দ নিয়ে এবং নির্ভয়ে কাজ করছি। আমার চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ে আমি শঙ্কিত। আমি কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত হতে ভয় পাই। কিন্তু এখানে এমন অনেকে আছেন যারা আমাদের থেকে অনেক বেশি বিপদাপন্ন যাদের আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার জন্যে আমাদের পরিবার আছে, বাড়ি আছে, ন্যূনতম কিছু না কিছু উপাদান আছে। কিন্তু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভুমি নেই; ন্যূনতম জীবন যাপন করছে তারা। এই সঙ্কটের সময় আমরা তাদের পাশে আছি, তারা যেন অনুভব করে যে তারা একা নয়। এই নৈতিক সহযোগিতা আমরা যদি করতে না পারি তাহলে তারা এই সমস্যার দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হবে।" কোভিড-১৯ এ সাড়াদান প্রক্রিয়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে নিজের প্রেরণার কথা এভাবেই ব্যক্ত করছিলেন ***কলিন্স লরেন্স, কেস ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড সাইকো সোস্যাল সাপোর্ট (পিএসএস) কো-অর্ডিনেটর, চাইল্ড প্রোটেকশন প্রোজেক্ট, ইআরপি, কক্সবাজার।***

"কোভিড-১৯ সংক্রমণ কমাতে সবাইকে এখন ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আমি নিজ জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও অসহায় শিশুদের সাহায্য করার মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি। কারিতাসের ড্রিম প্রকল্পের মাধ্যমে পথশিশুদের জন্য দৈনিক দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই খাবার শিশুদের হাতে তুলে দিতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা সবাই যদি ঘরে বসে থাকি তাহলে এই পথশিশুরা খাবার পাবে কোথায়? মাঝে মাঝে বাইরে থাকতে বা কাজ করতে যেতে ভয় পাই, কিন্তু এই শিশুদের

কষ্টের কথা ভেবে আমি তাদের সাহায্য করতে বেড়িয়ে পড়ি। আমার সন্তানরা আমাকে প্রশ্ন করে - বাবা অফিস তো বন্ধ তাহলে তুমি বাড়ীতে আসোনা কেন? আমি তাদের বলি - তোমাদের মত অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে যাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই, তাদের খাওয়ানোর কেউ নেই। তাদের খাবার আমি পৌঁছে দেই। এ কঠিন সময়ে আমি তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই। তোমরা শুধু আমার জন্য প্রার্থনা করো," বলেন ***প্রসুন রুগা, অফিস এ্যাসিসটেন্ট কাম কেয়ার টেকার, ড্রিম প্রকল্প, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল।***

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

কারিতাস বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ দাতাবন্ধুদের প্রতি যারা এই বিশেষ সংকটময় সময়ে কারিতাস বাংলাদেশের পাশে আছেন। যে সব সংস্থা কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারিতাসের সাথে থেকে কারিতাসকে সেবাদানে সক্ষম করে তুলেছেন সেগুলো হলো - কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ, বিএমজেড-কারিতাস জার্মানী, ক্যাফড, কারিতাস স্পেন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, স্ট্রোমি ফাউন্ডেশন, কারিতাস লুক্সেমবার্গ, এএফডি(ফ্রান্স)-সিকুরস ক্যাথলিক/কারিতাস ফ্রান্স, জার্মান ডক্টরস, ইভি-বন, জার্মানী, ইউএনওপিএস, ইউএসএআইডি, মিজেরিওর-জার্মানী, সিএ্যান্ডএ ফাউন্ডেশন, লিএ্যান্ডফাং বাংলাদেশ, স্টার্ট ফান্ড, আন্ধেরী হিলফে, ইভি-বন জার্মানী, কারিতাস সুইজারল্যান্ড এবং কারিতাস অস্ট্রেলিয়া।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণের পাশে কারিতাস

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২-১৩ নভেম্বর স্মরণকালের ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত করে। ঐ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রাণহানী ঘটে। বিধ্বস্ত হয় ঘরবাড়ী, গাছপালা, পশুপাখিসহ বিস্তীর্ণ জনপদ। ঐ একই সময় ফিলিপাইনেও শক্তিশালী টাইফুন আঘাত হানে। সেসময় ২৭ নভেম্বর পুণ্যপিতা পোপ ষষ্ঠ পল ফিলিপাইন-এ যাওয়ার পথে এদেশে (তদানিন্তন পূর্ব

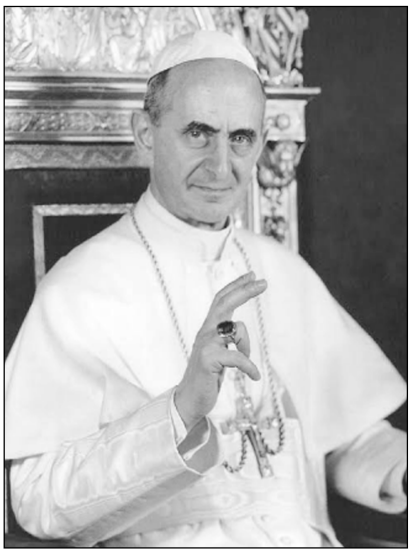

পাকিস্থান) মাত্র এক ঘন্টার অনানুষ্ঠানিক যাত্রাবিরতি করেন। তিনি দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দকে প্রেরণা ও প্রণোদনা দান করেন। পোপ ষষ্ঠ পলের প্রদর্শিত পথেই বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলী যতসামান্য আর্থিক সঙ্গতি দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে প্রয়াত আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টায় এবং অন্যান্য বিশপগণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলে। ফলে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কারিতাস পরিবার তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। এই সকল সহায়তা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রামের তৎকালীন ধর্মপাল প্রয়াত পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি-র নেতৃত্বে ১৯৭০ এর ডিসেম্বর মাসে খ্রিষ্টিয়ান অর্গানাইজেশন ফর রিলিফ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (কোর)-এর যাত্রা শুরু হয়। যা পরবর্তীতে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস নাম ধারণ করে এবং বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী আইনে নিবন্ধিত হয়।

মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ভূমিধ্বস, অগ্নিকান্ড, ইত্যাদির সময়ে অসহায় মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। এযাবত কারিতাস দেশের ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় ২৪৭টি সাইক্লোন শেল্টার বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এসকল আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়ে বহু লোক ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের সময় জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে কারিতাস পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত।

সর্বশেষ ২০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আম্ফান বাংলাদেশে আঘাত হানে। ২০ মে বিকাল ৪ টা ৪০ মিনিটের দিকে ঘণ্টায় প্রায় ১৮০ কিমি গতিতে প্রচণ্ড বাতাস সহ বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলি, বিশেষত সুন্দরবনের নিকটবর্তী অঞ্চলের উপর দিয়ে অতিক্রম করে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে এ ঘূর্ণিঝড়ে গাছ উপড়ে, নৌকা ডুবিতে এবং দেয়াল ধ্বসে মোট ২৬ জন মারা যায়। পটুয়াখালীর গ্রামবাসীদের সরিয়ে নেওয়ার সময় নৌকা ডুবিতে রেড ক্রিসেন্ট এর একজন স্বেচ্ছাসেবীর মৃত্যু হয়। খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের ১৯টি জেলার ৭৬টি উপজেলার ২৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তীব্র ঝড়ে প্রায় ২০৫,৩৬৮টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয় যার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় ৫৫,৭৬৭টি ঘর, ৩২,০৩৭ হেক্টর জমির ফসল, শাকসবজি এবং ফলমূল নষ্ট হয়; ১৮,৭০৭ হেক্টর জমির চিংড়ি এবং মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ১৪,২৬৮ গবাদি পশু মারা যায়, ৪৪০ কিলোমিটার রাস্তা, ৭৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ৪০,৯৯৪টি টয়লেট এবং ১৮,২৩৫টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১,১০০ কোটি টাকার (১১ হাজার কোটি টাকা) ক্ষতি হয়েছে।

বরাবরের মত ঘূর্ণিঝড় আম্ফান-এর সময়েও কারিতাসের নিবেদিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। এ সময় কারিতাস নানা ধরণের সেবা নিয়ে নিম্নোক্তভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ায় -

- সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার কারিতাসের আঞ্চলিক অফিসের কর্মীগণ মোট ২৪৬টি আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আশ্রয়কেন্দ্রগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, জীবানুমুক্ত করা এবং আশ্রয়ের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতির বিষয়ে নির্দেশনা ও দূর-সহায়তা প্রদান করে।

- কারিতাসকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ আশ্রয়কেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত করেন। প্রায় ৬৫,১৩৮ জনকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে ৯৯টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে/সাইক্লোন শেল্টারে নিয়ে আসে।

- আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় নেয়া লোকজনের মাঝে ১১,২৬৭ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করে।

- কোভিড-১৯ সন্দেহভাজন এবং

সংক্রামিত ব্যক্তিদের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ নিশ্চিত করে। স্বেচ্ছাসেবক এবং আশ্রয় গ্রহণকারী সকলের জন্য পর্যাপ্ত হাত ধোয়ার নির্দিষ্ট স্থান, ফেস মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস্, সাবান ইত্যাদি নিশ্চিত করে।

- ২১ মে কারিতাস খুলনা অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ যারা বাড়ি ফিরতে পারেনি এরকম ২,৪১৭ জনের জন্য রান্না করা খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে।

- স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং সরকারী প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে টাস্ক ফোর্সের সদস্য, ওয়ার্ড ও উপজেলাভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং কারিতাস বাংলাদেশের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ অনুসন্ধান, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে অংশগ্রহণ করে।

- বাংলাদেশ চাহিদা নিরুপন কার্যকরী দলের সাথে কারিতাস বাংলাদেশ দ্রুত চাহিদা নিরুপনে অবদান রাখে।

- ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে জরুরী সেবা প্রদানে কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর) এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মীরা স্থানীয় সরকার যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা কাউন্সিলর, ইউএনও এবং ডিসি অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করছেন।

* ঘূর্ণিঝড়ের পর পরই বরিশাল, চট্রগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক অফিসসমূহের অধীনে কারিতাসের ৫৫ জন কর্মী মোট ১৮টি দলে বিভক্ত হয়ে দ্রুত চাহিদা নিরুপণের লক্ষ্যে কাজ করে। তারা পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ১০টি উপজেলার অন্তর্গত ১৮টি ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার, বাজার, গ্রাম, বাঁধ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। তারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের লোকদের সাথে কথা বলেন। এইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের তাৎক্ষণিক চাহিদা নিরুপণ করা হয় যার মধ্যে রয়েছে - তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য জরুরী খাদ্য/নগদ সহায়তা; ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য নগদ সহায়তা; কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে নগদ অর্থ/ওয়াশ আইটেম বিতরণ (বিশেষত হাইজিন কিটস); যাদের বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের স্বল্পখরচে দীর্ঘস্থায়ী ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘর এবং ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য নগদ অর্থ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান; বেড়িবাঁধের নিকটে বসবাসকারী লোকজনের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থের মাধ্যমে বাঁধের সংস্কার করা; এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা।

* ইতোমধ্যে ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিস (সিআরএস) এর আর্থিক সহায়তায় কারিতাস বাংলাদেশ খুলনার জেলার কয়রা উপজেলা ও সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের মোট ৩৮০ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে জরুরী সেবা (খাবার, ঘরবাড়ি নির্মাণ/মেরামত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ ইত্যাদি) হিসাবে ১৮,০০০ টাকা করে বিতরণের কাজ শুরু করেছে। স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় রক্ষা করে এই কাজগুলো করা হচ্ছে।

* কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের আর্থিক অনুদানে খুলনার জেলার দাকোপ উপজেলা, বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলা ও সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ঘূর্ণিঝড়ে ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ (ইতোপূর্বে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের আঘাতেও তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন) এরকম ৫৫৫ পরিবারকে ২০,০০০ টাকা করে বিতরণের কাজ হাতে নিয়েছে। এছাড়াও একই এলাকার আরো ৩৭৬ পরিবারকে খাদ্য ক্রয়ের জন্য ২,৫০০ টাকা করে এবং ৩৪৫ পরিবারকে ৪,০০০ টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের কাজ চলমান আছে।

কারিতাস বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের কারিতাস সংস্থা হতে অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দাতাসংস্থার প্রতিশ্রুতি পেলে পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ আরোও বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য কাজ করার প্রত্যাশা রাখে কারিতাস বাংলাদেশ॥ ■

করোনাভাইরাসে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর সেবাকার্যক্রম (১)

নিজস্ব প্রতিবেদক ▮ খ্রিস্ট মণ্ডলীর অস্তিত্বের মধ্যেই রয়েছে ভালবাসা ও সেবা। সেবার মধ্য দিয়েই ভালবাসা প্রকাশিত হয়। ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টধর্ম সারা পৃথিবীতে সেবাতে অনন্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দয়ার কাজে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক সেবাদানের সাথে সময়ের প্রয়োজনে যেকোন বিশেষ অবস্থায় সেবাদানে এগিয়ে যেতে কাথলিক মণ্ডলী ও এর বিশ্বাসীভক্তরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মণ্ডলীতে তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মসংঘ, বিভিন্ন মুভমেন্ট সৃষ্টি হয়েছে দীন-দুঃখী, অভাবী ও বিশেষ প্রয়োজনের মানুষকে সেবা করার জন্য। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের ও দশের প্রয়োজনে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী বিশেষ দরদ নিয়ে সেবা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। করোনা ভাইরাসের কারণে গোটা দেশের মানুষ কার্যত গৃহবন্দি, অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ছে এবং মানুষ যখন প্রতিটি মুহূর্ত চরম আংতকের মধ্যে অতিবাহিত করছে; আর বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের মানুষ - প্রতিদিনের রোজগারে যাদের সংসার চলে, অন্যের দয়ায় ও সাহায্যে যারা বেঁচে আছে, তাদের কথা বিবেচনায় নিয়ে দেশের এই মহাদুর্যোগে, মানুষের এই দুঃসময়ে, দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর এক মানবিক দাবী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী অনুভব করতে থাকে। তাই দেশের মানুষের এই চরম সংকটময় মুহূর্তে প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও সেবার ব্রত নিয়ে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী মানবিক সহায়তা কার্যক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সেবাকাজে নামতে একটু দেরি হওয়ায় কেউ কেউ না বুঝে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও সেবা কার্যক্রমে যথার্থভাবেই অংশ নিচ্ছে এবং সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যাতে সামর্থ্য অনুযায়ী যার যার অবস্থানে থেকে ত্রাণ ও সেবাকাজে অনেকে অংশগ্রহণ করে। ইতোমধ্যে খ্রিস্টান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো, সামাজিক ও যুব সংগঠনগুলো ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশ নিচ্ছে। তবে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়, অনেকেই ব্যক্তি ও পারিবারিক উদ্যোগেও ত্রাণসেবাতে অংশ নিচ্ছেন। প্রবাসী খ্রিস্টান ভাইবোনেরাও আর্থিক সহায়তা দিয়ে এ বিশেষ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা করছেন। বাংলাদেশের ৮টি ডাইয়োসিসের প্রত্যেকটিতেই ত্রাণ সেবাকার্যক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ ব্যবস্থাপনায় আবার কখনো কারিতাসের সাথে একাত্ম হয়ে সম্পন্ন হয়েছে ও হচ্ছে। করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকটকালে মানুষের পাশে থেকে সেবা ও ত্রাণকার্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

ঢাকা কাথলিক আর্চডাইয়োসিস এর মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

বিগত ৩০ মার্চ, ২০২০, রমনা আর্চবিশপ হাউজে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

সিএসসির আহ্বানে ঢাকার সহকারী বিশপ শরৎ ফান্সিস গমেজ, কয়েকজন পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারীণি এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণে করোনাভাইরাস সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে একটি পরামর্শ ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে অনেকে স্বশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও অন-লাইনে সভায় যুক্ত হন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে মহামান্য কার্ডিনাল জানান, করোনার এই মহামারীর কারণে দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং এ পরিস্থিতি আরো খারাপ রূপ নিতে পারে। এতে করে আমাদের সমাজের সাধারণ গরীব মানুষ আয় রোজগার করতে না পারার কারণে আর্থিক অভাব-অনটন, খাদ্য সংকট, চিকিৎসা না পাওয়া এবং অনেকেই জীবিকা হারাতে পারে। তাই, দেশের এই মহাদুর্যোগে, মানুষের এই দুর্দিনে, দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো একটি মানবিক দাবী এবং একজন খ্রিস্টান হিসাবে একই সাথে এটা আমাদের দায়িত্বও বটে। আর এ কাজটি আমরা মণ্ডলী হিসাবে একত্রে কিভাবে করতে পারি এ ব্যাপারে সকলের মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করেন। বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও পরামর্শের পর "আর্চডায়োসিসান করোনা চ্যারিটি ফাণ্ড" গঠন করা হয়। যেখানে আর্ত-মানবতার সেবায় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ধর্মপল্লীর অধীনস্থ কাথলিক খ্রিস্টভক্ত, অবস্থাপন্ন, বিত্তশালী অথচ দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে স্বেচ্ছাদান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মসংঘ, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, ইত্যাদি হতে দান সংগ্রহ করে একটি ফাণ্ড সৃষ্টি করা এবং সেই ফাণ্ড থেকে প্রয়োজনমত করোনা পরিস্থিতির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, খাদ্য সংকটের মধ্যে আছে, এমনকি চিকিৎসা করাতে পারছে না এমন পরিবারসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা করা। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দান সংগ্রহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা এখনো চলমান রয়েছে।

এ কাজটির বাস্তবায়ন করতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় টিম গঠন করা হয় এবং কাজটি তৃণমূলে বা প্যারিশ পর্যায় সম্পন্ন করার জন্য পালক পুরোহিতের নেতৃত্বে সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল সোসাটির এবং ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের ২জন করে সদস্য নিয়ে ধর্মপল্লী পর্যায়ে একটি কমিটি কাজ করছে। এই কমিটি মূলত গ্রাম ভিত্তিক ব্লক নেতাদের মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী পরিবার চিহ্নিতকরণ, চূড়ান্তকরণ এবং সহায়তার অর্থ বা পণ্য বিতরণের দায়িত্ব পালন করছেন।এখানে উল্লেখ, পুরো কাজটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় টিম একটি ছোট গাইডলাইন তৈরি করেন যা প্রতিটি প্যারিশে পাঠানো হয় এবং এর ভিত্তিতে গোটা কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। "আর্চডায়োসিসান করোনা চ্যারিটি ফাণ্ড" ইতোমধ্যে ৮১১টি পরিবারকে মোট ২৪,৮৮,০০০ (চব্বিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার) টাকা সহায়তা দান করেন। অনুমোদিত মোট টাকার মধ্যে স্থানীয়ভাবে ধর্মপল্লী পর্যায় ৬,৮৫,৫০০ টাকা সংগৃহিত হয় এবং বাকী ১৭,৫৪,৫০০ টাকা করোনা চ্যারিটি ফাণ্ড হতে প্রদান করা হয়, যার বিতরণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ, ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার, দান ও সহায়তার টাকায় অনেকে মিলে একত্রে আমরা ৮১১টি পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে পেরেছি, কারোর বা ঔষধ কেনার টাকা

ছিল না তাকে ঔষধ কিনতে সহায়তা করতে পেরেছি। আর এর মধ্য দিয়ে আমরা সকলে মিলে তো ঈশ্বরের আদেশই পালন করছি.."মহামারীর দুর্যোগে আক্রান্ত নিঃস্ব মানুষের জন্য তুমি যা কিছু করছে, সে তো আমারই জন্য করেছ"।

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস

চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের পেশাজীবি ডেস্কের উদ্যোগে মহামান্য আর্চবিশপ

মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কভিড-১৯ এ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন এবং বিশেষতঃ দৈনিক আয়ের হতদরিদ্র ব্যক্তিগণকে সহযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথমতঃ ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে এই সেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের নিকট থেকে অনুদান গ্রহণ করে তহবিল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণ করে যাচাই বাছাই পূর্বক ক্ষতিগ্রস্তদের একটি তালিকা তৈরী করা হয়। ৮ এপ্রিল সংগৃহিত তহবিল হতে তালিকাভূক্ত ১৪১ টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ১,০০০ টাকা (এক হাজার টাকা) সহায়তা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে দিয়াং ধর্মপল্লীর ওয়ার্ড কমিটিসমূহ ও পাল-পুরোহিত কর্তৃক তালিকাভূক্ত ১৮ টি পরিবারের মধ্যে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, সহায়তা প্রাপ্তদের অধিকাংশই ছিলেন বিউটি পার্লারে কর্মরত শ্রমিক, অন্যান্য শ্রমজীবি, দিন মজুর ও নিম্ন আয়ের হতদরিদ্র ব্যক্তিবর্গ। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী, স্বামী পরিত্যক্তা এবং প্রবীণতম ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান "কারিতাস বাংলাদেশ চট্টগ্রাম অঞ্চল" কভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কভিড-১৯ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার কাজ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়। কর্ম এলাকায় এ পর্যন্ত ২,০৪,৮৭১ জনের কাছে ১৯,১৭২ টি আইইসি সামগ্রী (লিফলেট, পোস্টার ও ফেস্টুন) বিতরণের মাধ্যেমে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যা এখনো অব্যাহত আছে। বিনামূল্যে জনগণের কাছে মাস্ক বিতরণের উদ্দেশ্যে কারিতাস চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাস্ক তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং সরকার কর্তৃক সাধারণ ছুটি ও লকডাউন ঘোষণা পর্যন্ত মোট ৫০০ টি মাস্ক তৈরী ও বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে চলমান প্রকল্পের সুবিধাভোগী মোট ৫৭১ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে আর্চডাইয়োসিসের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তার পরিকল্পনা চলমান আছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আলীকদম, লামা ও খাগড়াছড়ির ধর্মপল্লীভূক্ত প্রতিবন্ধী, স্বামী পরিত্যক্তা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে ২০০ টি পরিবারকে খাদ্য ও ওয়াশ সহায়তা বাবদ পরিবার প্রতি নগদ ১,৫২৭ টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ এলাকার আরো ৭৬৮ টি পরিবারকে একই নীতিমালা অনুযায়ী পরিবার প্রতি খাদ্য ও ওয়াশ সামগ্রী বাবদ নগদ ২,২৫০ টাকা প্রদান করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম শহর এলাকায় বাকলিয়া ও মাদারবাড়ী স্মাইল প্রকল্পের মাধ্যমে ভাসমান যৌনকর্মী ও মাদকসেবীদের খাদ্য সহায়তার কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ১৯০ জনকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কারিতাস বাংলাদেশ চট্টগ্রাম অঞ্চল কর্তৃক কভিড-১৯ উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলা, পর্যবেক্ষণ, তথ্য আদান-প্রদান ও এ ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য মোট ১০২ জন কর্মীর সমন্বয়ে ২১ টি টাস্ক টিম গঠন করা হয়েছে এবং সকল কর্মীদের সজাগ ও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে দাতা সংস্থাসমূহ হতে প্রকল্প প্রস্তাবনার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে।

কোভিড ১৯ মোকাবেলায় একসাথে কাজ করছে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ ও কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাজকে

ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এবং সহায়ক হিসেবে কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশও নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতায় ও সমন্বয়ে সাধারণ মানুষকে এই মহামারি হতে রক্ষা ও প্রতিরোধের জন্য নানা ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে। যেমন: ব্যক্তি ও বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে জনগণকে সচেতন করা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করা এবং কোভিড-১৯ সহায়তা তহবিল গঠন ও ব্যবহার করা।

কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পরামর্শ ও সহায়তায় ৬ জেলার (টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ জেলা) ১৭টি উপজেলায় (মধুপুর, ঘাটাইল, বক্শীগঞ্জ, শ্রীবর্দী, ঝিনাইগাতী, নালিতাবাড়ী, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ভালুকা, ফুলপুর, তারাকান্দা, ভালুকা, মুক্তাগাছা, ফুলবাড়ীয়া, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, পূর্বধলা, ধর্মপাশা) কারিতাস এর সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ, গ্রাম কমিটি/ফোরাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দদের সহায়তায় গণ-সচেতনতার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের মাধ্যমে মোট ৪,৬৬৮টি দরিদ্র, অবহেলিত ও কর্মহীন পরিবারকে আর্থিক/খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, সহায়তার পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ টাকা। কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল কোভিড সম্পর্কিত তাদের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে ডাইয়োসিসের বিভিন্ন সেবাকাজে সক্রিয় সহযোগিতা দিচ্ছে। যেমন: লকডাউনকালীন সময়ে দরিদ্র মানুষকে যাতে জরুরী ঔষধ সরবরাহ করতে পারে তার জন্য ১৫টি মিশনারী হাসপাতালে ১০,০০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আশার কথা এই যে, ময়মনসিংহ ডাইয়োসিসের খ্রিস্টভক্তদের বড় একটি অংশ ঢাকা শহরে বসবাস করে। সেখানকার দরিদ্র গারো ভাই-বোনদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য কিছু গারো সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে তাদের খাদ্য সহায়তা দিচ্ছেন। ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায় ব্যক্তি ও যুব সংগঠনের উদ্যোগেও ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

তবে আশঙ্কার কথা এই, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ ও কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এরকম পরিস্থিতিতে বর্তমানে এবং আগামীদিনে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ ও কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলে আরও অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ ধর্ম প্রদেশ ও কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের শুভানুরাগী ও দাতা সংস্থা এবং উপকারী বন্ধুদের এগিয়ে আসতে আহ্বান রাখা হয় যেন কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত আদিবাসী মানুষদের কল্যাণে আরো বেশী কাজ করা যেতে পারে।

মহারারীর এই মহাদুর্যেগে আক্রান্ত ভাইবোনদের জন্য আপনারা (ব্যক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মসংঘ, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন) যারা উদারভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নাম উল্লেখ না করেও আপনাদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং অশেষ ধন্যবাদ। (চলবে)

করোনাভাইরাস : স্বর্গে যাওয়ার বাইপাস

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

লেখার শিরোনাম "করোনা ভাইরাস স্বর্গের বাইপাস" অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তীর বিদ্ধ প্রশ্ন ছুঁড়ে মারতে পারে তাই নয় কি? অবশ্যই!! যে ভাইরাস বৈশ্বিক প্রাণঘাতী মহামারী বিশ্ব জুড়ে চালাচ্ছে তাণ্ডব, মৃত্যুর মিছিল, বয়ে আনছে ক্ষুধা, অশিক্ষা, দরিদ্রতা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা তা কি করে স্বর্গে যাওয়ার বাইপাস (প্রশস্ত পথ) হতে পারে? যার উৎস একটি বিতর্কিত বিষয়, যাকে প্রতিরোধ করার প্রকৃত ঔষধ ছয় মাসেও আবিস্কৃত হয়নি সেই করোনাভাইরাস কি করে আধ্যাত্মিক জীবনে নতুন চেতনা বা নব জাগরণ ঘটাতে পারে? তবে যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে একটা চিন্তা আমার মনে বারবার অনুরনিত হচ্ছে; এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘটনা শুনে ও দেখে। আমার আধ্যাত্মিক জীবনে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন চেতনা , বিশ্বাসের জীবনে আসছে দৃঢ়তা, শিক্ষা পাচ্ছি জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার মতো অনেক নতুন পথতাই করোনা ভাইরাস স্বর্গে যাওয়ার বাইপাস" এ সত্যে উদ্দীপিত হয়ে কিছু লেখার প্রত্যাশায় আমার এ প্রায়াস।

পথ হারানো মেষ, পাতকী জনের প্রার্থনা : করোনাভাইরাসের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে মরনাপন্ন অনেকেই অনুতপ্ত মর্ম স্পর্শী প্রার্থনা করছেন। প্রভু আমায় ক্ষমা করো, তোমাকে ভুলে গিয়ে জগত সংসারের মোহে অনেক অন্যায় পথে চলেছি, তোমার কোলে আমায় আশ্রয় দিও।" আমার কপালে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দাও। ক্রুশ নিয়ে এসো, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই ক্রুশ চুম্বন করে"। বাইবেল আমার হাতে দাও।" শক্ত করে বাইবেল ধরে অনুতাপ সূচক প্রার্থনা, তারপর প্রশান্তির হাসি নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়া। যারা এভাবে প্রার্থনা করতে করতে মৃত্যুকে গ্রহণ, বরণ করেছেন তারা কি স্বর্গে যাননি? যিশুর পাশে ক্রুশবিদ্ধ অনুতপ্ত চোরের মতো তারাও নিশ্চয় শুনেছেন যিশুর কথা আজ রাতে তুমি আমার সাথে স্বর্গে প্রবেশ করবে।

পরের জন্য জীবন বিসর্জন: অনেক ডাক্তার, ফাদার, মানব প্রেমী, মানবসেবী মানুষ জেনে শুনে প্রাণ দিয়েছেন, জীবন দিয়ে সেবা করেছেন আদর্শ মানবতার এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। একজন ডাক্তার যখন বুঝতে পারলেন তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি চাননি তার পরিবারে ফিরে যেতে। প্রার্থনা করেছেন আমার স্ত্রী, দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন। ১ম সন্তান ও আমার স্ত্রী ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন সুস্থ্য থাকে তাই ওদের সংস্পর্শে যাবো না। স্ত্রী, সন্তানকে নিয়ে হাসপাতল গেইটে আমার ও পর দূর থেকে চোখে রেখে হাত নেড়ে ভালোবাসার দৃষ্টি বিনিময় করেন, তার দুই দিনে পর মারা যান সেই ডাক্তার। এমন বীরত্ব, ভালোবাসার মানুষ স্বর্গে সাধু-সাধ্বীর নাম তালিকায় কি সংযুক্ত হননি, এমন আরো অনেক সাক্ষী রয়েছেন যারা অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেরা মৃত্যু বরণ করেছেন স্বেচ্ছায়। আরো অনেক ডাক্তার, নার্স, সেবাকর্মী রয়েছেন যারা বলেছেন, মরতে তো একদিন হবেই, তাই সেবা দিয়েই মরি। তাই দিনের পর দিন পরিবার, প্রিয়জন ছেড়ে করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তারা নিশ্চয় স্বর্গবাসী হয়েছেন। যিশু নিজেই বলেছেন আমি সেবা পেতে নয়; সেবা দিতে এসেছি। বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর নেই। প্রমানিত হলো মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য।

ভালোবাসায় যজ্ঞ নিবেদন : পুণ্য বৃহস্পতিবার যাজক বরণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রতিষ্ঠা স্মরণ দিবস। একজন যাজক ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ভালোবাসার যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন। এ বছর ঐ দিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অনেক যুব, মধ্যবয়সী যাজক প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁরা ছুটে গিয়েছেন রোগীদের সাক্রামেন্ত প্রদান করতে কেউবা মরদেহ আর্শীবাদ করেছেন কাছে থেকে। কেউবা আবার করোনায় আক্রান্ত ব্যাক্তিকে কবরে সমাহিত করতে গিয়ে নিজেই ভাইরাস বাহক হয়ে অন্তিম ভালোবাসার যজ্ঞ উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা কি সাক্ষ্যমর/শহীদ সাধু সাধ্বীর আসরে স্থান পাননি? বিশ্বাস করি ঈশ্বর তাদের স্বর্গেরবাইপাস থেকে তাঁর বাড়ীতে চিরস্থায়ী আবাস দিয়েছেন।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর উপর আস্থা, বিশ্বাস দৃঢ়ীকরণ: পৃথিবীতে এমন কোন পরিস্থিতি নেই; যা ঈশ্বর পরিবর্তন করতে পারেন না। কিছু লোকের মন্তব্য শুনেছি করোনাভাইরাস একটা অপশক্তি একমাত্র ঈশ্বরই পারেন তা ধ্বংস করতে"। একজন জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলছিলেন, সিস্টার করোনার একমাত্র ঔষধ ঈশ্বর; আর এ ঔষধ সেবন করার জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা। চলচিত্র অভিনয় শিল্পী শাবানা বলেছেন, আমরা যে কিছুই না, করোনা তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটা সামান্য ভাইরাস, যা চোখে দেখছি না, পুরো পৃথিবীকে অস্থির করে তুললো। এখনো পর্যন্ত কেউ যতোপযুক্ত ভেকসিন কিংবা ঔষধ আবিস্কার করতে পারলো না। পৃথিবীর বড়

সব বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের এখন সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোতে প্রার্থনায় স্থিরতা, সৃজনশীলতা, বিশ্বাসে গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তপস্যাকালে গ্রামের পাড়া গুলোতে শোনা যাচ্ছিল ক্রুশের পথ, কষ্টভোগের গান। মে মাসে রোজারী মালা, মা মারীয়ার গান ভেসে আসছিল। একজন মা সহভাগিতা করে বলছিলেন যে ছোট সন্তান ক্রুশের চিহ্ন করতে চাইতো না, এখন সে তা করছে। যে স্কুলে শিক্ষার্থী ধর্ম বই পড়তে চাইতো না সে এখন ভক্তি পুষ্প হাতে নিয়ে প্রার্থনা শিখছে। এ সব কি ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন, স্বর্গে যাওয়ার বাইপাসে এ যাত্রা নয়? ধ্যান অনুধ্যানের বিষয়!

মানবিক আর্থিক সহযোগিতা, ধর্মীয় সম্পীতির বন্ধন বৃদ্ধিঃ যা কিছু তুমি করেছো, অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি, করেছো তা আমার প্রতি। যিশুর এ কথায় এ সত্যই প্রকাশ পায় যে, আমাদের মৃত্যুর পর শেষ বিচারের মানদণ্ড হবে ভ্রাতৃপ্রেম। প্রতিবেশীর মঙ্গল সাধন, দয়ার কাজ করোনাভাইরাসের এই দুঃসময়ে সব ধর্মের, সব শ্রেণীর ধনী গরীব- মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মিলন সম্প্রীতির বন্ধন। করোনা ভাইরাস তহবিল গঠন, ত্রাণ বিতরণ, আর্থিক সাহায্য দান সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে এক অভূত পূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে। অবশ্যই কিছু ছায়াছন্ন দিক রয়েছে তবে আমি আলোকিত দিকটা তুলে ধরতে চাই যা আমার মনে দাগ কেটেছে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। শুনেছি শেরপুরে নলিতা বাড়ীর এক ভিক্ষুক বহু কষ্টে, তার ঘর ঠিক করার জন্য গত দুই বছর ১০ হাজার টাকা জমিয়েছেন তার সবটুকু প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করে দিয়েছেন। টনি ও প্রিয়া ডায়েস আমেরিকায় করোনা ফাণ্ড গঠন করে বন্ধুরদের নিয়ে অভাবী কর্ম সহযোগী শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ভিডিও, সাক্ষ্যাতকারের মধ্যে দিয়ে করোনা যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ায় এমনিতর অনেক নজির বিহীন সহযোগিতার ঘটনা আমরা দেখে যাচ্ছি । গত ৩১ মে রোবব-ার গির্জা ঘর লকডাউন খুলে দেওয়া হলো। একজন মা বলেছিলেন তার মেয়ের আত্মিক চেতনার কথা। মেয়ের দুই বান্ধবী একই গ্রামে; একজন মুসলিম, অন্যজন হিন্দু। তিন বান্ধবীর সংলাপ প্রার্থনা চলছিল। খ্রিস্টান মেয়েটি বলছিল সে প্রভুর প্রার্থনা বলবে; হিন্দু মেয়েটি উলুধ্বনি দিবে; আর মুসলিম মেয়েটি দু'হাত তুলে মোনাজাত করবে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা এক, আমরা তিনজন ভালো বান্ধবী; একসাথে প্রার্থনা করি যেন করোনাভাইরাস দুর্বল হয়ে পড়ে; আমরা সু-স্বাস্থ্য নিয়ে স্কুলে ফিরে যাবো, পড়ালেখা করবো"। কি সুন্দর ধর্মীয় সম্পীতির চেতনা; তাদের প্রার্থনা কি ঈশ্বর শুনবেন না? হয়তো ঈশ্বর সমুদ্রে ঝড়ে কবলিত একই নৌকায় আমাদের সাথে আছেন; বিশ্বাসের অগ্নি পরীক্ষা নিচ্ছেন; পরজগতের প্রস্তুতির শোধন প্রক্রিয়ার চলছে? পরিশেষে বলতে চাই, করোনাভাইরাসকে কেন্দ্র করে রচিত হচ্ছে গান, কবিতা, নাটক, লকডাইন ডায়েরী, লকডাইন নির্জন ধ্যান আমি এ সবের বিরোধিতা করছি না, সেই সাথে শুধু সংযুক্ত করতে চাই আসুন আমাদের চিন্তা ধ্যানে, কর্মে রাখি : করোনাভাইরাস স্বর্গে যাওয়ার বাইপাস॥ ❁

করোনা ভাইরাস

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা

করোনা ভাইরাস হানিয়াছে ত্রাস মানুষ করিয়া গ্রাস,
কাঁপে থরথর বিশ্ব ভুধর করিতেছে হা-হুতাশ।

ধনী দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্র, কালো-ধলো সব জাতি,
দেশ-নির্বিশেষ নারী ও পুরুষ আশিশুবৃদ্ধঅতি।

পড়িতেছে ঢলে, মরনের কোলে প্রতিদিন শতশত,
নিরূপায় আজ হায়রে মানুষ নিরস্ত্র যোদ্ধার মত,
যুদ্ধক্ষেত্রে!

চিকিৎসক আর গবেষক মিলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শত,
কোথা হাতিয়ার খুঁজে ফিরে বার কত দিন হবে গত!

উন্নয়ন আজ চরম শিখরে তবুও নিরূপায় হয়ে,
মানব জাতি হয় গৃহবন্ধী ক্ষুদ্রাতি করোনার হাতে।

নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে যারা মোড়ল অবনী'পর,
শাসনের বেড়ে শোষন করিয়া প্রকাশিল তোড়জোড়।

দেখে না তাহারা আঁখি বুঝি হারা, উচ্চৈঃ ধড়েই ভার,
সহসাই আজ পদতলে তারা ক্ষুদ্রাতি করোনার।

হেরিতেছে যারা আপানবয়ব, বুঝিতেছে পরিবেশ,
চিনিতে পারে না আপনারে তবুও চিনিবে কেমনে ঈশ।

মানুষ আমরা উৎপত্তি কোথা, কোথা হবে যবনিকা?
ভুলিয়া গিয়াছি সৃষ্টিকর্তা, ভুলিয়াছি কৃতজ্ঞতা।

কোন মহাশক্তিধর বিশ্বপাটে আজ, মাধ্য করে মোকাবেলা?
বিশ্বপতি চেয়ে দেখে খড়স্রোতে ভাসে, মাল্লাহীন এক ভেলা।

কাণ্ডারী সব গুটায়ে হস্ত তাকায় মলিন মুখে,
ধনী ও গরীব নাই ভেদাভেদ সকলেই সমদুঃখে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

ঢাকার আর্মেনীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শেষ অভিভাবক

রক রোনাল্ড রোজারিও

পুরান ঢাকার আরমানিটোলার আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে অনেকগুলো সুউচ্চ আবাসিক ভবনের মাঝখানে নীরবে, কিন্তু গর্বভরে দাঁড়িয়ে একটি শ্বেতকায় দ্বিতল গির্জা। লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রে অনেকগুলো কবর যেগুলো আর্মেনীয়দের স্মৃতি বয়ে চলেছে। যারা আজকের বাংলাদেশের এ রাজধানী শহরে একদা বসবাস করেছে ও প্রাণত্যাগ করেছে।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আর্মেনিয়ান এপোস্টলিক চার্চ অব হলি রেজুরেকশন (Armenian Church of Holy Resurrection) শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাই নয়, এটি ঢাকার একদার সমৃদ্ধশালী আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যদান করে চলেছে, যারা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এ মহানগরীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে সুসমৃদ্ধ করেছে। আর্মেনীয় চার্চের অদূরে, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলিক্রস ক্যাথলিক চার্চ, যেখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক বসবাস করে।

আর্মেনিয়ান স্ট্রীট ও আরমানিটোলা কালের গর্ভে মিশে যাওয়া এক গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী। কিন্তু এ ইতিহাস ও ঐতিহ্য হয়তোবা হারিয়ে যেতো যদি না এক মহানুভব আর্মেনীয় তা ভালোবেসে রক্ষা করতেন। আর তিনি মাইকেল যোসেফ মার্টিন, ঢাকায় বসবাসকারী সর্বশেষ আর্মেনীয়। তিন দশকের বেশি সময় ধরে মার্টিন ছিলেন এ চার্চের সর্বশেষ আবাসিক তত্ত্বধায়ক (Warden)। মূলত তার একক প্রচেষ্টার ফলেই চার্চটি আক্ষরিক অর্থে এক ভগ্নস্তুপ থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

মার্টিনের তিন মেয়ে - এলিনর, ক্রিস্টিন ও শেরিল। বেশ অনেক আগে কানাডায় অভিবাসী হয়েছে। কিন্তু মার্টিন ও তার স্ত্রী ভেরোনিকা বাংলাদেশে রয়ে যান চার্চের দেখাশোনা করতে। ভেরোনিকা ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং তার অন্তিম শয্যা হয় এ চার্চেরই সমাধিক্ষেত্রে। বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যহানির কারণে অনেকটা বাধ্য হয়ে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মার্টিন কানাডা চলে যান। তবে বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে তিনি এ চার্চের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব (Wardenship) হস্তান্তর করেন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস নিবাসী আর্মেনীয় ব্যবসায়ী আর্মেন আরসলানিয়ানের হাতে।

এ বছরের ১০ এপ্রিল মার্টিন কানাডাতে তার মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের সান্নিধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার দেহাবসানের মাধ্যমে ঢাকার আর্মেনীয় ঐহিত্য বাস্তবিক অর্থেই ইতিহাসের অংশ হয়ে গেল। ঢাকার আর্মেনীয় চার্চ ও ঐতিহ্য

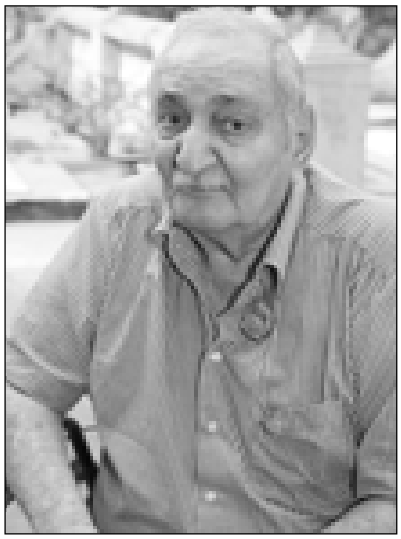

মাইকেল যোসেফ মার্টিন

রক্ষায় মার্টিনের অসামান্য অবদানকে স্মরণ করে আর্মেন আরসলানিয়ান তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'তার বহু ব্যক্তিগত ত্যাগস্বীকার ও চার্চের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি ব্যতিত এ চার্চ ও ঢাকার আর্মেনীয় ঐতিহ্য বহুলাংশে টিকে থাকতে পারত না,' আর্মেন বলেন। বর্তমানে ৬০ বছর বয়সী আর্মেনের জন্ম আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে। তিনি আরো বলেন, 'তিনি ও তার পরিবারের ব্যাপক ও অসাধারণ প্রচেষ্টার ফলে আমাদের এ অনিন্দ্যসুন্দর চার্চটি রক্ষা পেয়েছে। এ অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' বিশ্বজুড়ে হাজারো অভিবাসী আর্মেনীয়র মতো আর্মেনের বাবা ও মা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যে সংঘটিত ভয়াল 'আর্মেনীয় গণহত্যা' থেকে প্রাণ বাঁচাতে আর্জেন্টিনাতে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন। আর্মেন প্রতি বছর কয়েকবার বাংলাদেশে আসেন চার্চের তদারকি করার জন্য।

মার্টিনের অবিস্মরণীয় কীর্তি

মার্টিনের অবদান কখনোই ভুলে যাবার নয়, বলেন লিজ (এলিজাবেথ) চ্যাটার। লিজ একজন যুক্তরাজ্য নিবাসী এবং ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে আর্মেনীয়দের পারিবারিক বংশানুক্রম বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাসবিদ। '১৯৮০ দশকের মাঝামাঝিতে এক কঠিন দুঃসময়ের কালে মার্টিন তত্ত্বধায়কের দায়িত্ব নেন, যে সময় এ ঐতিহাসিক চার্চের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম। চার্চের দূরাবস্থা ও পরিত্যক্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী চার্চের সমস্ত সম্পত্তি দখল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়,' লিজ জানান। 'তিনি বীরের ন্যায় চার্চকে সকল প্রকার শত্রুর হাত থেকে বাঁচান ও আগলে রাখেন। শুধুমাত্র তার কারণে আজ আর্মেনীয় এপোস্টলিক চার্চ অব হলি রেজুরেকশন গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে।' বিগত কয়েক বছর আগে লিজ ও আর্মেনের উদ্যোগে বেশ কয়েকজন প্রবাসী আর্মেনীয় বাংলাদেশে তাদের জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে এক অভাবনীয় উদ্যোগ নেন, যার নাম বাংলাদেশ আর্মেনিয়ান হেরিটেজ প্রজেক্ট। এর মূল লক্ষ্য হল বাংলাদেশ ও ভারতে আর্মেনীয়দের 'শেকড়ের গল্প অনুসন্ধান ও তুলে ধরা।' লিজ বলেন, 'মার্টিনের কীর্তি ও অবদানকে তুলে ধরা ও রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা মার্টিন ও ভবিষৎ প্রজন্মের প্রতি এ কারণে দায়বদ্ধ।'

মার্টিনের জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে, বার্মার তৎকালীন রাজধানী ফেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুন)। তার পিতা ও মাতা উভয়ে আর্মেনীয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে তার পরিবার ভারতের কলকাতা শহরে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে। কলকাতার বিভিন্ন আর্মেনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা শেষ করে মার্টিন তার বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মার্টিন এণ্ড সন্স-এ যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি এক পাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন, এবং এক সময় নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন, যার মধ্যে ছিল নৌপরিবহন, পাট ও ইলেকট্রিক সামগ্রী

ইত্যাদি। ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি মার্টিন জানতে পারেন যে সিদ্দিক নামক একজন স্থানীয় যাকে আর্মেনীয় চার্চের দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সে কয়েকজন স্থানীয় ও বিদেশীর সাথে যোগসাজশ করে চার্চ ও চার্চের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। শুনে মার্টিন খুব রুষ্ট হন এবং দ্রুত ঢাকা চলে আসেন। তিনি দেখেন চার্চের খুব করুণ অবস্থা। মূল ভবনের ভগ্নদশা, চার্চের সমাধিক্ষেত্র আবর্জনাপূর্ণ ও ঘাসে জঙ্গল হয়ে আছে এবং চার্চের সম্পত্তি বেদখল হয়ে আছে। মার্টিন এক এক করে সকল বাধা বিপত্তি নির্ভীকভাবে মোকাবেলা করলেন। নানা রকম হুমকি, দুর্ব্যবহার ও মামলা মোকদ্দমা, কোন কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারল না। তিনি নিজের পকেটের টাকা খরচ করে চার্চকে পুনরুদ্ধারের প্রয়াস নিলেন এবং চার্চের বেদখল সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে 'আর্মেনিয়ান প্লাজা' নামের একটি মার্কেট প্রতিষ্ঠা করলেন, যাতে করে চার্চটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়মিত আয়ের উৎস থাকে। মার্টিন চার্চের পাশে যাজক ভবনে (Parsonage House) বাস করতে থাকেন। পাশাপাশি চার্চের শতবর্ষী জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন এবং প্রাচীন সমাধি ফলকগুলোর যত্ন নেন। এছাড়াও তিনি চার্চের আশেপাশে বাসকারী গরীব লোকদের জন্য মাসিক খাদ্য ও স্বাস্থ্য প্রকল্প হাতে নেন।

চার্চের প্রতি মার্টিনের ভালোবাসা ও প্রয়াস কালক্রমে মিডিয়ার নজরে আসতে শুরু করে এবং নানাদেশে বসবাসকারী আর্মেনীয়রা বাংলাদেশে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হয়। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে মার্টিন বলেন, 'যাই হোক না কেন, আমি এ চার্চকে কখনো ভগ্নস্তুপে পরিণত হতে দেব না।' পুরান ঢাকার লক্ষীবাজারে অবস্থিত হলিক্রস কাথলিক চার্চের পালক পুরোহিত ফাদার জেমস শ্যামল গমেজ সিএসসি মাইকেল মার্টিনকে একজন 'নিঃসঙ্গ কিন্তু সাহসী যোদ্ধা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন যিনি আর্মেনীয় চার্চ ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন, এবং তার অসামান্য ও নিবেদিতপ্রাণ জীবন সকলের জন্য উদাহরণস্বরূপ হিসেবে মনে করেন। ফাদার আরো বলেন, 'আমি বেশ কয়েকবার গির্জাটি পরিদর্শন করেছি এবং মার্টিনের সাথেও আমার দেখা হয়েছে। আমি মনে করি তিনি একজন আদর্শবান খ্রিস্টান ছিলেন। তিনি কোন যাজক বা পাস্টর ছিলেন না, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছেন, যার মাধ্যমে আর্মেনিয়ান চার্চ ও জনগোষ্ঠীর গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য পুর্নজন্ম লাভ করেছে। তার জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যেন আমরা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভালোবাসি ও রক্ষা করি'।

আরমেনিয়ান এপোস্টলিক চার্চ অব হলি রেজুরেকশন, আরমানিটোলা, ঢাকা

দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলায় আর্মেনীয় ঐতিহ্য

সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে আর্মেনীয়রা দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে মূলত ব্যবসার উদ্দেশ্যে। তৎকালীন ভারতের বাংলা প্রদেশে পাট, লবণ ও চামড়া ব্যবসায় আর্মেনীয়দের ব্যাপক আধিপত্য ছিল। ঢাকা শহরে তারাই প্রথম টিক্কা গাড়ি (জুড়ি ঘোড়ার গাড়ি) প্রচলন করে যা বহুদিন এখানে যাতায়াতের মূল বাহন হিসেবে চালু ছিল। ঢাকাকে বস্ত্র, কাঁচা রেশম ও পাট ব্যবসার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে তারা বিশেষ অবদান রাখে। ধারণা করা হয় বাংলায় চা পানের প্রচলন ও জনপ্রিয়তার পেছনে আর্মেনীয়দের অবদান রয়েছে। অনেক আর্মেনীয় স্থানীয় ভাষা শিখে নেয় এবং তারা ইউরোপীয় ও স্থানীয়দের মধ্যে দোভাষী ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। ধনাঢ্য আর্মেনীয়রা জনকল্যাণমূলক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত হয়। আর্মেনীয় বণিক ও জমিদার নিকোলাস পোগোজ ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় পোগোজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল এ শহরের প্রথম ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পোগোজ স্কুল আজো ঢাকার অভিজাত ও শীর্ষস্থানীয় স্কুল হিসেবে সুনাম বজায় রেখেছে। নিকোলাস পোগোজ ১৮৭৪-১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা পৌর কর্তৃপক্ষের প্রথম কমিশনারদের একজন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লিজ চ্যাটার জানান, নতুন প্রজন্মের বিভিন্ন দেশে অভিবাসন ও বৃদ্ধদের মৃত্যুসহ নানাবিধ কারণে ঢাকার আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী ধীরে-ধীরে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তবে ভারতের কলকাতা, হংকং, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে এখনো আর্মেনীয়রা বসবাস করে। তিনি বলেন, 'আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে আর্মেনীয়দের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন অনলাইন সংবাদ, নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের হেতু ঢাকায় আমাদের অনিন্দ্য সুন্দর চার্চ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কদর ক্রমশ বাড়ছে।'

আর্মেনিয়া

আর্মেনিয়া এশিয়ার পশ্চিমভাগে ইউরেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে অবস্থিত একটি দেশ। এর আয়তন ২৯,৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। দেশটি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে স্বাধীনতা অর্জন করে। পশ্চিমে তুরস্ক দক্ষিণে ইরান, পূর্বে আজারবাইজান ও উত্তরে জর্জিয়ার সাথে আর্মেনিয়ার সীমান্ত রয়েছে। আর্মেনীয়দের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সতেরো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত আর্মেনিয়া অটোমান তুর্কী ও পারস্য (ইরানি) সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল ও শাসকদের দ্বারা নানা সময়ে বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অটোমান সাম্রাজ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ আর্মেনীয়কে মেরে ফেলা হয়, যা ইতিহাসে 'আর্মেনীয় গণহত্যা' হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আর্মেনীয়দের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ বলে ধারণা করা হয়॥

সুন্দর হও

তুমি সুন্দর। আর তোমার শারীরিক সৌন্দর্য বিবেচনা করার মত। হতে পারে, তুমি মিস্ আমেরিকা নও। শহরের শ্রেষ্ঠ সুদর্শন যুবকও নও। তবে তোমার নিজস্ব সুদর্শন চেহারা আছে। তুমি তুমিই। তুমি অসাধারণ।

সততা এবং ভালবাসার আছে একটি নিজস্ব উপায় যা একেবারে সাধারণ একজন ব্যাক্তিকে দারুণ আকর্ষণীয় করে তোলে, তা সে মোটা বা রোগা-পটকা চেহারার হোক না কেন।

কখনই হতাশ হয়ো না। ঐ সে সুখময় ভঙ্গিমা এবং বেঁচে থাকার সুখানুভূতি প্রকাশের সাথে রঙচঙে পোশাক পরিধান করে আছ এবং সাজগোজ করেছ, ওটা আসল তুমি।

তোমার আপন সৌন্দর্য চিনে নাও। নিজেকে বল, 'আমি সুন্দরী' কিংবা 'আমি সুদর্শন'। এটাই প্রকাশ কর॥

অনুধ্যান

শুধু বাহ্যিক নয় অন্তরের সৌন্দর্যও বাড়িয়ে তুলবো!

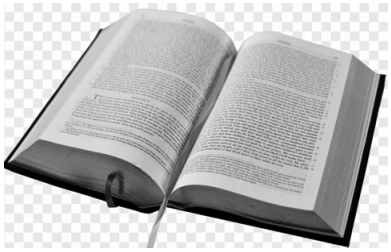

প্রার্থনা : হে সৃজনকারী ঈশ্বর, তুমি শিল্পী। তোমার সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে পাগল করে তোলে। আমার সৌন্দর্য কি আমার? না কি তোমার? আমার অবয়বে তোমার সুনিপুন হাতের স্পর্শ, যা আমায় সুন্দর ও সুদর্শন করেছে। সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে এমন কি দাওনি আমায়! এর কারণ তুমি নিজেই সুন্দর, তোমার সৃষ্টিও সুন্দর। আশীর্বাদ কর, আমার এ সৌন্দর্য যেন তোমার সৌন্দর্যের আরাধনা করতে পারে। **আমেন।**

বই: ৬০টি উপায়, নিজেকে বিকশিত হতে দাও
**** মূল লেখক:** মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি*
**** অনুবাদক :** রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)*

স্বপ্নগুলো এলোমেলো

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

দেখ, স্বপ্নগুলো দুষ্টু ভারী, ঘুরে এলো-মেলো
এই পাতালে ঐ আকাশে, রং ছড়িয়ে দিলো।
তাদের সাথে চলে না আড়ি,
আদর দিয়ে ডেকো
যতক্ষণ সে দেয় না ধরা,
পিছেই লেগে থেকো।

স্বপ্নের খাবার কঠোর শ্রম, গায়ের লোনা ঘাম
দেখে যদি তেমনি তুমি, তোমায় দেবে দাম।
তারা অ-নে-ক ভাই-বোন, কাকে তুমি চাও?
ধরা দেবে সে-জন এসে, যাকে যেটুকু দাও।

স্বপ্ন ধরার যাদুর কাঠি, লুকিয়ে আছে বইয়ে
সাবধানে পড়ো তাকে, বসে, নয়তো শুয়ে।
অলসেরা স্বপ্ন দেখে, গভীর ঘুমের ঘোরে
পরিশ্রমী স্বপ্নে হাসে, ভাসে-উড়ে দূরে।

স্বপ্ন ধরার বাধাগুলো, চিনতে করোনা ভুল
অলসতা, বিলাসিতা, দু-বোনেই ডুবায় কুল।
স্বপ্নগুলো এলো-মেলো,
তাদের সাথেই খেলো
তারাই তোমায় দেখিয়ে দিবে,
সৎ জীবনের আলো।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান

প্রতিবেশী ডেস্ক ▮ সারা বিশ্বে যখন সংকটময় একটি পরিবেশ বিস্তার করছে সেখানে বাংলাদেশও এর কড়াল গ্রাস থেকে মুক্ত নয়। দিনের পর দিন করোনাভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমবর্ধমানহারে। আর চলমান এই পরিস্থিতিতে অনাড়ম্বরভাবে গত ১২ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ দেশের ধর্মপ্রদেশগুলোতে মোট ১৫জন ধর্মপ্রদেশীয় ডিকনের পদাভিষেক হয়। ডিকন হলেন যাজকত্বলাভের পূর্ব এবং শেষ ধাপ।

ডিকন অভিষেকের পূর্বদিন কোন কোন ধর্মপ্রদেশে প্রার্থীদের মঙ্গল কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা ও মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়। তবে অভিষেকের দিনে খুবই সীমিত সংখ্যক ভক্তদের উপস্থিতিতে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ - ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, বিশপ রমেন বৈরাগী - খুলনা ধর্মপ্রদেশ, বিশপ পল পনেন কুবি- ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, বিশপ লরেন্স হাওলাদার - বরিশাল ধর্মপ্রদেশ, বিশপ জের্ভাস রোজারিও - রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে, ডিকন পদে অভিষেক অনুষ্ঠানে বিশপ জের্ভাস তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "একজন ডিকনের লক্ষ্য হলো মানব সেবা। ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেছেন, তাকে গুণ দিয়েছেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সেবা করার জন্য। সে যদি তার জীবনে ব্যর্থ হয় তবে এর জন্য মণ্ডলী দায়ী নয়, ঈশ্বর দায়ী নন। ব্যর্থতার জন্য নিজেই দায়ী হবেন। একজন ডিকনকে তার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে, মণ্ডলীর প্রতি অনুগত থেকে পালকীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে যদি চায় তাহলে কর্তৃপক্ষ, মণ্ডলী এবং খ্রিস্টভক্ত তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। আর যদি না চায় তবে সে দায়ও তাকে বহন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটি একটি ঈশ্বরের আহ্বান। তাই তাকে ঈশ্বরের উপর পুরো আস্থা রেখে এবং মণ্ডলীর নির্দেশ মেনে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এ সংকটকালেও ডিকন অভিষেক দান করায় ডিকনগণ মণ্ডলীর কতৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

ডিকন প্রার্থীর নাম	ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ	
১. ঝলক আন্তনি দেশাই	শোলপুর ধর্মপল্লী
২. লিওন রোজারিও	ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী
৩. লেনার্ড আন্তনি রাজারিও	তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
৪. বিশ্বজিৎ বার্ণড বর্মণ	কেউয়াচলা ধর্মপল্লী
বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	
৫. রিজন মারিও বাড়ৈ	বানিয়চর ধর্মপল্লী
৬. রিচার্ড বাবু হালদার	নারিকেল বাড়ি ধর্মপল্লী
খুলনা ধর্মপ্রদেশে	
৭. জয় সলোমন মন্ডল	বড়দল ধর্মপল্লী
৮. বিপ্লব রির্চার্ড বিশ্বাস	শিমুলিয়া ধর্মপল্লী
৯. রনি লাজার মন্ডল	কারপাশডাঙ্গা ধর্মপল্লী
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে	
১০. অনিল ইগ্নাসিউস মারান্ডী	রোহনপুর ধর্মপল্লী
দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	
১১. মার্চেলিউস তিগ্গা	খালিশা ধর্মপল্লী
১২. রুবেন হাঁসদা	নিজপাড় ধর্মপল্লী
১৩. নিকোলাস বিজয় বেসড়া	রাধানগর ধর্মপল্লী
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ	
১৪. তমাল টমাস রেমা	বরুয়াকোনা ধর্মপল্লী
১৫. ভেরিওয়েল পিটার চিসিম	বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লী

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

খুলনা ধর্মপ্রদেশ

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

বরিশাল ধর্মপ্রদেশ

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

নিকোলাস তিমথী কস্তা স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জন্ম : অক্টোবর ১৯, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : জুন ৩০, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

বাবা, তুমি জানো কি?
ভোরের পাখিদের কণ্ঠে বিষাদের সুর
আর তো কেউ ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে
ওদের সঙ্গে কেউ কথা বলে না।
ভোরের বাতাসেরাও কেমন যেন বিমর্ষ
কেউ আর ওদের ছুঁয়ে দেখে না।
বাবা, তোমার মনে আছে
তুমি ভোর চার-টেতে উঠে বসে থাকতে
আর মা আমাকে উঠিয়ে দিত লেখাপড়ার জন্য
তখন বুঝিনি এ ছিল তোমার গভীর ধ্যান
তোমার শক্তির উৎস।
প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা জীবন
সময়ের খেলায় সবাই খেলোয়াড়
জীবন পথের বাঁকে বাঁকে অদল-বদল
ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলে
আসা-যাওয়া, নিত্য প্রবাহমান নদীর মতো।
বিদায়ে কেউ হাসে না
চির বিদায়ে চির কান্না বসত করে মনের ভুবনে।
সময় বড় দ্রুত চলে যায়
মনে হয় এই তো সে দিন
তুমি নাম ধরে ডাকলে 'টুনি কৈ'
কিন্তু না.....
এ তো দু'বছর আগের ঘটনা
আজ যা কেবলই অতীত, কেবলই স্মৃতি
কেবলই সান্ত্বনা, জীবন এমনই
জন্মিলে এই ধরণীর কোলে
যেতে হবে সব ফেলে
এই রীতি চিরন্তন
কোন কালেই হবে না এর পরিবর্তন।
বাবা, তোমার স্মৃতি নিয়ে আছি মোরা বিশ্বমাঝে
ঈশ্বর মোদের সহায় থাকুন সকলকাজে
তুমি আছ অনন্ত বিশ্রামে নিরবধি স্বর্গদূতদের ঘিরে
বিশ্বাস করি, আছো তুমি পরম পিতার স্নেহনীড়ে।

তোমারই আশীষ ধন্য
স্ত্রী: নির্মলা, সকল ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী, ভাইবোন
ও সকল আত্মীয়স্বজন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা	
বাংলাদেশ	..... ৩০০ টাকা
ভারত	.....ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	.....ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	..... ইউএস ডলার ৬৫

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 21
❖ 21 - 27 June, 2020, ৭ - ১৩ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

জানবো-শিখবো-পালন করবো অতঃপর জয়ী হব

করোনাভাইরাসের ভয়ে বিশ্ব আজ জবুথবু। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে এ রোগে। কোন প্রতিষেধক ও ঔষধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি বলে সচেতনতা ও দুরত্ব বজায় রাখাই প্রধান প্রতিষেধক। তাই আসুন এ ভাইরাস সম্বন্ধে জানি আর জয় করতে সাহসী হই।

লক্ষণ

সাধারণ উপসর্গসমূহ:

জ্বর
শুকনো কাশি
ক্লান্তিভাব
ব্যথা ও যন্ত্রণা
গলা ব্যথা
ডায়রিয়া
কনজাংটিভাইটিস
মাথা ব্যথা
স্বাদ বা গন্ধ না পাওয়া
ত্বকে ফুসকুড়ি ওঠা বা আঙুল বা পায়ের পাতা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া

গুরুতর উপসর্গসমূহ:

শ্বাস নিতে অসুবিধা বা প্রবল শ্বাসকষ্ট হওয়া
বুক ব্যথা বা বুকে চাপ অনুভব করা
কথা বলার বা হাঁটাচলার শক্তি হারানো

সাধারণ কিছু নিয়ম মানার মাধ্যমে এই সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব-

১. রোগীর কাছ থেকে আসার পর খুব ভালো করে হাত ধুয়ে নিন।
২. গৃহ, ঘর ও বাড়ির আশপাশ ভালভাবে পরিষ্কার রাখা।
৩. হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় নাক মুখ ঢেকে রাখুন। বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।
৪. হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা, যেখানে-সেখানে কফ কাশি না ফেলা।
৫. ময়লা কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলুন।
৬. ডিম, মাছ, মাংস খুব ভালো করে রান্না করুন।
৭. প্রতিবার খাবার রান্না বা তৈরি করার আগে ও পরে, খাবার খাওয়ার আগে ও পরে, বাথরুম ব্যবহারের আগে ও পরে, বাইরে থেকে বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই
৮. জীবাণু নাশক হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুতে হবে।
৯. আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে অবস্থান করুন।
১০. করমর্দন এবং কোলাকুলি না করা।
১১. গণপরিবহন ও গণসমাবেশ পরিহার করা।

সন্দেহ বা আক্রান্ত হলে কী করবেন?

১. আক্রান্ত ব্যক্তির যথেষ্ট বিশ্রাম প্রয়োজন, পুষ্টিকর খাবার খান ও প্রচুর পানি আর তরল পান করুন।
২. রোগী ও যিনি সেবা করবেন, দুজনে ঘরে মেডিকেল মাস্ক পরবেন। হাত দিয়ে মাস্ক স্পর্শ করা, মুখে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকুন। কাজ শেষে মাস্ক ফেলে দেবেন ঢাকনাযুক্ত ময়লার ঝুড়িতে।
৩. অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে বা এর চারপাশের সংস্পর্শে এলে খাবার তৈরির আগে, খাবার খেতে বসার আগে এবং টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান পানি দিয়ে বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।
৪. আক্রান্ত ব্যক্তির বাসনপত্র, তোয়ালে ও বিছানার চাদর সাবান দিয়ে ধুতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তি যা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন, সেগুলো বারবার জীবাণু শোধন করুন।
৫. অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা খারাপের দিকে গেলে বা শ্বাসকষ্ট হলে স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে ফোন করুন এবং স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করুন। জরুরি সেবার জন্য ৩৩৩ বা ১৬২৬৩ নম্বরে কল করুন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া কোনো অপরাধ নয়। তাই আক্রান্তদের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। করোনাভাইরাস রোগী বা তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল ও মানবিক আচরণ করুন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে যে কোন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রাখুন। আপনার উৎসাহ, সাহস দান ও সঙ্গে থাকার মনোভাব আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাপদ হতে সহায়তা করবে। আক্রান্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করুন, আপনি সুস্থ হবেন। আর তা করতে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ুন আর করোনাভাইরাসকে জয় করুন।

সৌজন্যে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

প্রচারে : SIGNIS BANGLADESH

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**